CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-254 ■ 24 June, 2025 ■ আগরতলা ২৪ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৯ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্থলপথের পর এবার

রেলপথেও বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা

মালিগাঁও, ২৩ জুন ।। অসমে জাতীয় সড়ক সংস্কারের জেরে সড়কপথে বিচ্ছিন্ন হয়েই গেছে। এবার রেলপথেও দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা। কারণ, সড়ক মেরামতের কাজে নিরাপত্তা বিধির যথাযথ অনুসরণ না করায় রাস্তায় জলচাপ ও ঢালের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সড়ক ও রেললাইনের মাঝখানের ঢাল বসে যায় এবং ভূমিখণ্ড রেললাইনের দিকে সরে এসে বিশাল ধসের সৃষ্টি করেছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত অসমের গুরুত্বপূর্ণ লামডিং—বদরপুর পাহাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্থগিত করেছে। রবিবার সন্ধ্যায় নিউ হাফলং---জাটিংগা লামপুর সেকশনে রেললাইনের ওপর বিশাল পাথর ও ভূমিখণ্ড ধসে

পড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) ওই অঞ্চলে চলমান সড়ক মেরামতের কাজে নিরাপত্তা বিধির যথাযথ অনুসরণ না করায় রাস্তায় জলচাপ ও ঢালের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে সড়ক ও রেললাইনের মাঝখানের ঢাল বসে গেছে এবং ভূমিখণ্ড রেললাইনের দিকে সরে এসে বিশাল ধসের সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি, রাস্তা থেকে জল সরাসরি রেললাইনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলকে ''চরমভাবে অরক্ষিত'' ঘোষণা করে সঙ্গে সঙ্গে ওই রুটে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, লামডিং বিভাগের পূর্বোত্তর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এনএইচএআই-কে বিষয়টি জানিয়ে জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে যাতে মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ রক্ষা করা যায়। ইতিমধ্যে রেলপথ পরিষ্কার করতে কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁর মতে, আগামীকাল জাতীয় সড়কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। তারপরই ওই রুটে রেল চলাচলের বিষয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় এবার সরব হচ্ছে কংগ্রেস। রাজ্যে জনজাতিদের অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমান বিজেপি সরকার জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় কোন কিছুই করছেন না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ত্রিপুরা ইনচার্জ সপ্তগিরি শঙ্কর ওলাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় আমবাসায় এক বিশাল জনসমাবেশ করবে কংগ্রেস আগামীকাল। এই সভায় জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তিনি বলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিজেপি সরকার। তাই জনজাতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্য প্রতাপগড়ে জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব

জলের নমুনা পরীক্ষাগারে

তৎপর দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। শহরতলিতে একাংশে জন্ডিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়তে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মীদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে। জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার মানুষের মধ্যে জন্ডিস রোগের আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারের চেম্বারে ছোটাছুটি করছে। এ খবর পাওয়া মাত্রই মধ্য প্রতাপগড় এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা গেছেন। মধ্যপ্রতাপগড় এলাকা থেকে পানীয় জল সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস। তিনি জানান আজ মধ্যপ্রতাপগড় থেকে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান জন্ডিস মূলত জল বাহিত রোগ। জলের নমুনা বা সেম্পল পরীক্ষা করলেই মূল কারণ জানা যাবে। তিনি জানান ঐ এলাকা থেকে জল সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফুড সেফটি অফিসকে। এলাকাবাসীকে জল পরিশোধিত করে খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে আতঙ্কের কিছু নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র গুলিকে জল পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। আগামীকালও প্রতাপগড় এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে জল পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে জলের নমুনা পরীক্ষার জন্য গোর্খা বস্তি ড্রাগ কন্টোলার ল্যাবরেটরিতে নমুনা গুলি পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে এই নমুনা কলকাতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তার ডঃ তপন মজুমদার কথা বলে জানা গেছে তিনিও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীদের এলাকায় পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেই পশ্চিম জেলার সিএম ও কে এলাকা থেকে জলের নমুনা পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল থেকে জন্ডিস রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভুল চিকিৎসায় বধূর মৃত্যুর অভিযোগ

উত্তপ্ত তেলিয়ামুড়া বিধায়িকার হস্তক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন।। তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ি এলাকার ২৭ বছরের তরুণী গৃহবধূ রাখি সাহার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা শহর। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা, নাকি পরিবারের অসচেতনতা এই দুইয়ের মাঝখানে চিরতরে থেমে গেল এক তরুণ প্রাণ। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতার মা, শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত কিছুদিন ধরে আগরতলা থেকে আগত চিকিৎসক ডঃ টি কে সরকারের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন রাখি সাহা। বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষার পর জানানো হয়, রোগীর ফুসফুসে জল জমেছে। আজ দুপুরে তাকে পুনরায় চিকিৎসকের তেলিয়ামুড়ার চেম্বারে আনা হয়। চিকিৎসক জানান, তিনি বিশেষ যন্ত্রপাতি এনেছেন এবং চেম্বারে ফুসফুস থেকে জল বের করে দিতে পারবেন। এই চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় ৩০০০ টাকা।

চিকিৎসাকালীন সিরিঞ্জের মাধ্যমে বুক থেকে তরল পদার্থ বের করা হয়। চিকিৎসা শেষে রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই রাখির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে তড়িঘড়ি করে তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ অনির্বাণ ভৌমিক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় শহর জুড়ে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এমন জটিল চিকিৎসা কেন একটি অপ্রস্তুত চেম্বারে করা হল? কেনই বা তাকে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হল না? অর্থের লোভেই কি এভাবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে সাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড৫) মানিক সাহা আজ ত্রিপুরাকে পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। উল্লাস-নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা আজ পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের রাজ্য সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত এক বর্ণময় সমারোহে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মিজোরাম এবং গোয়ার পর ত্রিপুরা আজ দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে পূর্ণ সাক্ষরতার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। তার আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখ এই সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্য নিসন্দেহে রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং, এটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তা আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজ্যে উল্লাস-নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচিতে ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের অসাক্ষর নাগরিকদের সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক সহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী যারা এই অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান। প্রত্যেকেই কোনও পারিশ্রমিক বা স্বার্থ ছাড়াই সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে এই মহাযজ্ঞকে সফল করেছেন। ওরা প্রত্যেকেই আমাদের সাক্ষরতার সৈনিক। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রককেও এক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অভিযানটি একটি সাধারণ প্রকল্প নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। ১৮৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার ছিলো ২০২৪ শতাংশ। ১৯৯১ সালে তা হয় ৬০.৪৪ শতাংশ। ২০০১ সালে ৭৩১৯ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৮৭,২২ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২২ সালের পয়লা আগস্ট চালু উল্লাস-নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচির কার্যকর প্রয়াসের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী সক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৯৩.৭ শতাংশ। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৫.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাক্ষরতা মর্যাদায় ভূষিত হওয়ায়

রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন সাংসদ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। মিজোরাম এবং গোয়ার পর ত্রিপুরা আজ দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে পূর্ণ স্বাক্ষরতার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। তার আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখ এই সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্য নি:সন্দেহে রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং এটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই সফলতার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, সমগ্র দেশের মধ্যে ত্রিপুরা তৃতীয় "পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য" হিসেবে ঘোষিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইব্রিড ও সুগন্ধি ধানের চাষ করবে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ সোমবার ঘোষণা করেন যে রাজ্যজুড়ে ২৫,০০০ হেক্টরে হাইব্রিড ধান এবং ৫০০ হেক্টরে সুগন্ধি ধানের চাষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার।

পাশাপাশি, খরিফ ২০২৫-কে লক্ষ্য করে ১,৩০০ হেক্টর জমিতে নতুন ফলের বাগান গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণা করা হয় আরুন্ধতিনগরের স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ সেন্টারে কৃষি ও উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের পর্যালোচনা সভায়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, বিভিন্ন জেলার সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি, কৃষি স্থায়ী কমিটির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পরকিয়ার-সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে না করায় মহিলার চাপে বিষপানে আত্মহত্যা করলো এক যুবক।

আবারো এক সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নচিত্র ধরা পড়ল দমদমিয়া গ্রামে। ২১ বছর বয়সী অভিজিৎ সরকার বিগত দুই বছর যাবত একই গ্রামের বিবাহিত এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত রয়েছে। জানা যায় ওই মহিলার সঙ্গে অভিজিতের নন্দননগরের একটি কালীবাড়িতে গোপনে বিয়ে হয়। মহিলার স্বামী সন্তোষ চক্রবর্তী এবং তার মা বাবা সবাই জানে অভিজিতের সঙ্গে তার এই পরকীয়ার বিষয়টি। তারা কোন সময়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মাণস্থলে এসে ঠিকেদার ও শ্রমিকের উপর দুষ্কৃতীদের হামলা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্যজুড়ে যখন সরকারের উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলি দ্রুতগতিতে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে, তখনই একাধিক স্বার্থান্বেষী মহল সেই উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহারানীপুর বলরাম কুবরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেল নির্মাণ কাজে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনা। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এলাকাজুড়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সরকারি টেন্ডারপ্রাপ্ত ঠিকাদার বিক্রম দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে উত্তর মহারানীপুরে গার্লস হোস্টেল নির্মাণের কাজ পরিচালনা করছেন। নির্মাণকাজের জন্য তিনি পাঁচজন রাজমিস্ত্রি, যারা আসাম রাজ্য থেকে এসেছেন, তাদের কাজে নিযুক্ত করেন। গত ২১শে জুন বিকেল প্রায় ২টার সময় হঠাৎ করেই দুই দুষ্কৃতী সীতেশ দেববর্মা (পিতা : প্রয়াত পরেন্দ্র দেববর্মা) ও প্রাণজিত দেববর্মা ওরফে প্রণয় (পিতা : প্রয়াত সুভাষ দেববর্মা) নির্মাণস্থলে এসে হামলা চালায়। অভিযোগ অনুযায়ী, দুষ্কৃতীরা লোহার রড, ধারালো ছুরি ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে শ্রমিকদের ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য করে এবং ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্মাণ কাজ থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দেয়। শ্রমিকরা অর্থ দিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেনশন বঞ্চনা

এডিসির সিইও'র অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। রাজ্য সরকার টাকা দিলেও পেনশন নেই — ব্যর্থ টিটিএএডিসি প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ এনে আজ টিটিএএডিসি মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান টিটিএএডিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পেনশনের জন্য বরাদ্দ টাকা পেলেও, তা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হাতে পৌঁছায়নি। টানা এক বছর আট মাস ধরে পেনশন থেকে বঞ্চিত প্রাক্তন কর্মীরা সোমবার টিটিএএডিসি মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের অফিস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার রাজ্যে ৫টি বিধানসভার ফল

আপের উত্থান, বামের পতন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ।। দেশের চারটি রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। তাতে, গুজরাতে আসনটি ধরে রাখা ছাড়া বিজেপি বিশেষ চমক পারেনি। গুজরাতে একটি আসনে আম আদমি পার্টির উত্থান হয়েছে। তেমনি বামেদের শক্ত ঘাঁটি নিলাম্বুরে কংগ্রেস ভাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল আসন ধরে রেখেছে। অবশ্য, উপনির্বাচনের এই ফলাফল জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তেমন প্রভাব ফেলবে মনে করার কারণ নেই। কিন্তু, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে এই ফলাফল কিছুটা প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) কেরালার নিলামবুরে বড় জয় অর্জন করেছে, একই সাথে আম আদমি পার্টি (আপ) গুজরাটের বিশবদর ও পাঞ্জাবের লুধিয়ানা ওয়েস্ট আসন জিতে বড় সাফল্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি গুজরাটের কাদি আসনে বিশাল জয় লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কালিয়াগঞ্জে জয়ী হয়ে আসন ধরে রেখেছে।

নিলাম্বুর উপনির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ প্রার্থী আর্য্যাদান শওকত ১১,০৭৭ ভোটের ব্যবধানে বামপন্থী প্রার্থী এম স্বরাজকে পরাজিত করেছেন। শওকত পেয়েছেন ৭৭,৭৩৭ ভোট, যেখানে স্বরাজ পেয়েছেন ৬৬,৬৬০ ভোট। এই জয়কে কংগ্রেসের জন্য বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, ঐতিহ্যগতভাবে নিলাম্বুর বামেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। এছাড়াও, এই কেন্দ্রটি ওয়ানাড় লোকসভা আসনের অন্তর্গত, যেখানে সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা নিজে প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। বাম-সমর্থিত স্বতন্ত্র বিধায়ক পি.ভি. আনোয়ার পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

লুধিয়ানা ওয়েস্ট আসনে আম আদমি পার্টির প্রার্থী ও প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জীব অরোরা প্রায় ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই আসনটি শূন্য হয়েছিল বর্তমান আপ বিধায়ক গুরপ্রীত বাসি গোগির অকালমৃত্যুর পর। কংগ্রেস প্রার্থী ভারত ভূষণ আশু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং বিজেপি প্রার্থী জীবন গুপ্ত তৃতীয় হন। এই আসনে আপ শীর্ষ নেতৃত্বঅরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, এবং আতসী জোরালো প্রচার চালিয়েছিলেন।

বিশাভদর আসনে আপের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি গোপাল ইতালিয়া বিজেপির কিরীট পটেলকে ১৭৫৫৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই জয় আপের জন্য একটি বড় মাইলফলক, কারণ গুজরাট বরাবরই বিজেপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, কাদিতে বিজেপির রাজেন্দ্র চাভদা প্রায় ৩৯,৪৫২ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই আসনটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত এবং ফেব্রুয়ারিতে বিজেপি বিধায়ক কারসন সোলাঙ্কির মৃত্যুর পর থেকে শূন্য ছিল। কংগ্রেস ও আপ যথাক্রমে রমেশ চাভদা ও জগদীশ চাভদাকে প্রার্থী করেছিল।

কালিগঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের আলিফা আহমেদ বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই আসনটি নদিয়া জেলার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৪ জুন,২০২৫ইং
৯ আষাঢ়, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

হিন্দু ধর্মের বিশেষ উৎসব অম্বুবাচী

লোককথা অনুসারে, আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণ শেষ হইলে ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন। এই সময়ই পালন করা হয় অম্বুবাচী। আমরা জানি কোনও নারী রজঃস্বলা হইলে, তখন তিনি সন্তান ধারণের উপযুক্ত হন। ঠিক তেমনই মনে করা হয়, বর্ষার আগমনে ধরিত্রী মাতা রজঃস্বলা হন। প্রবাদ রহিয়াছে, 'কিসের বার কিসের তিথি, আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচী।' হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ উৎসব হইল অম্বুবাচী। লোককথা অনুসারে, আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণ শেষ হইলে ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন। এই সময়ই পালন করা হয় অম্বুবাচী। আমরা জানি কোনও নারী রজঃস্বলা হইলে, তখন তিনি সন্তান ধারণের উপযুক্ত হন। ঠিক তেমনই মনে করা হয়, বর্ষার আগমনে ধরিত্রী মাতা রজঃস্বলা হন। এরপরই ফলে ফুলে ভরিয়া যায় পৃথিবী। এই সময় মাটি কাটা, জমিতে লাঙ্গল চালানো যায় না। এই সময় সমস্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। যে কোনও শুভ কাজ যেমন, গৃহপ্রবেশ এসবও বন্ধ রাখা হয়। অম্বুবাচী ব্রতের সময় নিত্য পূজা সম্পন্ন হইলেও মন্দিরের দরজা কখনও জনসাধারণের জন্য খোলা হয় না। আঞ্চলিক ভাষায় অম্বুবাচীর হরেক নাম রহিয়াছে। যেমন ভারতের কিছু জায়গায় অমাবতী বলিয়াও পরিচিত এই উৎসব। আবার একাধিক স্থানে এই উৎসব, রজঃ উৎসব নামেও পালিত হয়। অম্বুবাচী শুরুর পর তিন দিন চলে এই উৎসব।প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যা মন্দিরে খুব ধুমধাম হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই সময় দেবী কামাখ্যা রজঃস্বলা বা ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকেন। প্রসঙ্গত, ৫১ সতীপীঠের অন্যতম হইল অসমের কামাখ্যা। যেখানে মাতা সতীর যোনি রহিয়াছে বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। কথিত আছে, যখন দেবীর এই দিন থেকে ঋতুস্রাব শুরু হয়, সেইদিন থেকে গর্ভগৃহের দরজা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় কাউকে ভিতরে গিয়ে দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। রজঃস্বলা শেষে দেবীকে স্নান করাইয়া, সাজাইয়া তারপর মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়ার রীতি রহিয়ায়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, অম্বুবাচীর চতুর্থ দিনে দেবী কামাখ্যা দর্শন করিলে ভক্তরা সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।অম্বুবাচী চলাকালীন বিভিন্ন মন্দির ও বাড়ির ঠাকুরঘরের মাতৃ শক্তি যেমন কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিপত্তারিণী, শীতলা, চণ্ডীর প্রতিমা বা ছবি লাল কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টাইয়া নিন। তাহার পর স্নান করাইয়া পুজো শুরু করিতে পারেন।অম্বুবাচী চলাকালীন পুজো করিবার সময় মন্ত্রপাঠ করা উচিত না। শুধুমাত্র ধূপ ও প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতে হয়। অম্বুবাচীতে গুরুপুজো করিতে কোনও বাধা নাই। এমনকী গুরু প্রদত্ত মন্ত্রও অনায়াসে জপ করিতে পারিবেন। বাড়িতে তুলসী গাছ থাকিলে তাহার গোড়া মাটি দিয়া উঁচু করিয়া রাখিতে ভুলিবেন না।কোনও শুভ কাজও এই কয়েকদিন নিষিদ্ধ থাকে। এমনকী কৃষিকাজ বন্ধ রাখা হয়। অম্বুবাচীর তিনদিন পর, ফের কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ শুরু হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে মেয়েরা অশুচি থাকেন। একই ভাবে মনে করা হয়, পৃথিবীও এই সময়কালে অশুচি থাকে। সেজন্যই এই তিন দিন ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীপুরুষ এবং বিধবা মহিলারা 'অশুচি' পৃথিবীর উপর আগুনের রান্না করিয়া কিছু খান না। বিভিন্ন ফলমূল খাইয়া এই তিনদিন কাটাইতে হয়।

দুইটি উপত্যকা ও সনাতনী

দুর্গেশনন্দিনী

মানবাধিকার নেই। না যাদের জন্য পুরো বিশ্বের তথাকথিত মানবাধিকারীদের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসে না। যাঁদের উপর চরম অত্যাচারেও ভারতের বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ আঁটে তাঁরা হলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অত্যাচারিত হিন্দু।পিপিলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর মানবাধিকার উলঙ্ঘনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। উক্ত দুই রাষ্ট্রে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাসমান অবস্থায় আছে। বলতে গেলে আরো কিছু দিন পরে তা প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৩১ থেকে নেমে ৯ এরও কম হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাক্তার আবুল বরকতের মতে বাংলাদেশে আগামী তিন দশকের মধ্যে হিন্দু বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২০১৮ সালের পূর্বের ১১ মাসে, বাংলাদেশে ধর্মীয় ভাবে সল্প সংখ্যকদেরকে নিশানা করে হিংসাত্মক আক্রমন সংঘঠিত হয়েছে এবং তার সংখ্যা প্রায় ১৭৯২ টি। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু মহাজোটের নেতা শ্রী গোবিন্দ প্রামানিকের বক্তব্য অনুসারে , ২৪ টি হিন্দু অধিকারের সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ হল উক্ত সংগঠন। যা বর্তমানে সেই দেশে হিন্দুদের অধিকার রক্ষার নিমিত্ত লড়াই করে চলেছেন।

যাই হোক, উক্ত সহিংস ঘটনা ৫০ টি ধর্মীয় স্থান ও মন্দিরের উপর সংঘটিত হয়। ২০১৯ সালের পাওয়া হিন্দু মানবাধিকার সংক্রান্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় হিন্দুদের জমি জোর করে দখল করা হয়েছে এবং তার পরিমান প্রায় ২৭৩৪ একর। ''জ্জদ্রহ্মখচখত্বন্ঠ্ন উত্রন্ত্রখন্ত্বত ওন্দ্রন্ড্ম'' এর শুভদীপ মুখোপাধ্যায় , সংক্রান্ত সানু এবং নিতিন শ্রীধর প্রমুখের তথ্যে থেকে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর হওয়া ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় অবগত হওয়া যায়।সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে , ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে পৃথিবীর সকল ইসলামিক দেশে হিন্দুদের উপর আক্রমনের পরিমান ক্রমশ বেড়েছে। তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। ভারতের এরম অনেক স্থানে যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু সেখানে তাঁদের উপর যথেষ্ট অত্যাচারের সংবাদ আমরা জানি। কাশ্মীর থেকে কৈরানা , কালিয়াচক থেকে কেরলহিন্দুরা কেবল মুখ বুজে মার খেয়ে চলেছে। প্রতিবাদ করলে বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার সংগঠন গুলি কেবল সংবিধানের দোহাই দিয়ে চলেছে।

উক্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, উগ্র ইসলামিক আক্রমনের ভয়াবহ ঘটনা বাংলাদেশে ব্যাপক আকার ধারন করেছে। প্রায় দু বছর পূর্বে বাংলাদেশের উত্তরভাগে ময়মনসিংহের নেত্রকোনা জেলায় পূর্ব পাড়া কালী মন্দিরের মূর্তি উগ্র ইসলামিক জিহাদিদের দ্বারা বিকৃত করে হয়। ভাঙচুর চালানো হয় মন্দিরে। একই বছর একই রকম ঘটনা ঘটে .. চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা শহরের কলেজ পাড়া এলাকায় উগ্র মুসলিমরা তফসির মাহফিল (ইসলামী আলোচনা) চালাচ্ছিল। পুলিশ সেই সভা থামিয়ে দেয়। উগ্র ধর্ম ব্যবসায়ীকে সেই ক্ষোভ গিয়ে পড়ে হিন্দুদের উপর। ফলত একটি বিশাল উগ্র দল হিন্দু প্রতিমা অবমাননা করে একটি মন্দির ভাঙচুর করেছিল এবং হিন্দু পাড়ায় তাণ্ডব চালিয়েছিল।

২০১৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীপাবলির দিনে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়, যার ফলে ১৫ টিরও বেশি মন্দিরকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং দেড় শতাধিক লোক আহত হয়েছিল। গোপালগঞ্জে সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়ের উপরও হামলা হয়েছিল। এখনো হিন্দু পুরোহিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের শিরশ্ছেদ, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ এবং ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্ষন , সংখ্যালঘুদের মালিকানাধীন জমিগুলিতে জোর পূর্বক দখল বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে।

হিন্দুদের পক্ষে কাজ করা একটি সংগঠন হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন (এইচএএফ) এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নাস্তিকদের দুর্দশা ক্রমবর্ধমান , তাঁদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে .কারণ গত কয়েক বছর ধরে ধর্মীয় অনুপ্রাণিত সহিংসতা স্পষ্টত বৃদ্ধি পেয়েছে। তা হয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলগুলির উত্থানের সাথে। সাম্প্রতিক সহিংসতা বাড়ানোয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উগ্রবাদী গোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান শক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে- যেমন জামায়াতে ইসলামী (জেআই), জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), আনসারুল্লাহ বাংলা দল (এবিটি), ভারতে আল কায়েদার উপমহাদেশ (একিউআইএস) এবং আইএসআইএস ও অন্যান্য।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানেরও একই অবস্থা। মানবাধিকার গোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়া পার্টনার-পাকিস্তানের মতে, প্রতি বছর, উগ্রপন্থী ইসলাম পুরুষরা প্রায় এক হাজার মহিলা, বেশিরভাগ হিন্দু ও শিখদের অপহরণ করে এবং জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে।

পাকিস্তান হিন্দু কাউন্সিল জানিয়েছে, প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার পাকিস্তানি হিন্দু ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে আসেন।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ব্রাহ্মণ কিশোরী আরতি কুমারী শর্মা (১৯), যিনি কাসিম মডেল বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে পাকিস্তানের সিন্ধুর খেরপুর জেলায় তাঁর বাড়ির কাছ থেকে এক উগ্র মুসলিম দ্বারা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাঁকে অপহৃত করা হয়েছিল। সেই শিক্ষিকাকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়, নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় "মহাবীশ" এবং স্থানীয় মুসলিম ছেলে আমির বক্সের সাথে তার বিয়ে থুড়ি নিকাহ করানো হয়।। তাকে একটি হলফনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে দাবি করা হয় যে তিনি বাক্সকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছেন এবং নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ডিসেম্বর ২০১৮ সালে, পাকিস্তানকে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া মুসলমান এবং শিয়া সহ তার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে "নিয়মতান্ত্রিক, চলমান গুএবংগ্ন ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুতর লঙ্ঘন" বলে মার্কিন বিদেশরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্বেগের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ব্যাপক ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান এবং আহমদদিয়া মুসলমানরা গত বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমানভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা এবং ভারতে এনজিওদের মতে, বছরে প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু ভারতে আশ্রয় নেন। একইভাবে, প্রায় ১২০০০ পাকিস্তানি (প্রধানত খ্রিস্টান) থাইল্যান্ডে আশ্রয় দাবি করেছেন এবং আনুমানিক ১০,০০০ আহমদিয়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়েছেন। হিউম্যান রাইটস কমিশন অফ পাকিস্তান (এইচআরসিপি) এর মতো মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি অনুমান করেছে যে বার্ষিকভাবে এক হাজারেরও বেশি হিন্দু ও খ্রিস্টান যুবতী মেয়েদের তাদের পরিবার থেকে চুরি করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি, শিখ মেয়ে জগজিৎ কৌর, হিন্দু মেয়ে রেণুকা কুমারী এবং খ্রিস্টান মেয়ে ফাইজা মুখতারকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল।

''দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকার'' শুনানির অংশ হিসাবে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন সম্প্রতি এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয়, এবং অ-বিস্তার সম্পর্কিত মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ কমিটির বিদেশ বিষয়ক উপকমিটি সম্পর্কিত লিখিত সাক্ষ্য জমা দিয়েছে। এইচএএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমীর কালরা এবং কার্যকারী নির্দেশক সুহাগ শুক্লার সহ-বিবৃতিটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পাকিস্তান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং সেই সাথে সদ্য নির্মিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে। তার সাথে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ যা সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের শিকার সে কথাও স্বীকার করে।

কালরা বলেছেন "জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য মানবাধিকারের পরিস্থিতি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দ্রুত অবনতি অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারদের সাথে মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে, এবং এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলছে এমন আন্তঃসীমান্ত হস্তক্ষেপকে ধ্বংস করতে হবে। "

''এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় মার্কিন সরকারেরও ভারত সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা উচিত এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদ্য নির্মিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং লাদাখের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে ভারতকে সহায়তা দানের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত।"

আন্তর্জাতিক সমুদয়ের কাছে তাঁর সুপারিশে এইএএফ, মার্কিন প্রশাসনকে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলা বন্ধ করতে, অতীতের সহিংসতার শিকারদের পুরোপুরি পুনর্বাসিত করতে এবং হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত ফিরিয়ে এনে তাদের বিচার নিশ্চিত করতে.. বাংলাদেশ সরকারের সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তাহলে হিতপদেশ কি বলে? উক্ত মানুষ গুলোর জন্য এই দেশকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত দরকার নেই? তারজন্যই কি ঙ্খজ্ঞ অনুমোদন হওয়া আবশ্যক নয়?

ধর্মের এক দশকঃ মোদী যুগে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত
কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী

২০২৪-এর জানুয়ারিতে পবিত্র নগর অযোধ্যার উপর সূর্যোদয় হল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে প্রার্থনা মৃদু স্বরে উচ্চারিত হত তার কণ্ঠস্বর চূড়ান্তরূপে দর্শন দিল। তাঁর রাম মন্দিরে শ্রী রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা স্রেফ একটি ধর্মীয় মাইলফলক ছিল না-এ ছিলএক সভ্যতার পুনরুদ্ধারের পরমলগ্ন।শত শত বছরের আক্রমন, ঔপনিবেশিক অবক্ষয়ও রাজনৈতিক বিলম্বের পর মন্দির সুদীর্ঘ ভঙ্গীতে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল-বালি পাথরে খোদিত, মন্ত্রের মন্দ্রীত স্বর প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল এবং ঝলকেউঠল ইতিহাস। এটা শুধুমাত্র স্থাপত্যের কথা বলছে না, এ হল এক আহত আত্মার উপশমজনিত কাহিনি বলছে। শ্রী রামের তাঁর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন একটি জাতির উদ্দীপনার পুনর্জাগরণ যা একদা তার বন্দী হৃদের দীর্ঘকালীন নীরবতাকে মূর্ত করে তুলেছে, মুক্তি দিয়েছে।

কয়েক মাস আগেই প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার অন্য একটিপ্রতীক প্রশান্তিতেই ফিরে এল তার সঠিক স্থানে। নতুন সংসদ ভবনে এর উদ্বোধন পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সেঙ্গল'কে প্রতিষ্ঠা করলেন- এই পবিত্র রাজদন্ড ১৯৪৭-এ জওহরলাল নেহেরুকে ক্ষমতার ধার্মিক হস্তান্তরকে স্মরণীয় করে রাখতে উপহার রূপে প্রদান করেছিলেন তামিল অধিনামঘণ। কয়েক দশক ধরে এর কথা বিস্মৃত ছিল, ভুল শব্দ দিয়ে এঁকে দেগে দেওয়া হয়েছিল এবং এই রাজদন্ডকে স্রেফ একটা হাঁটার লাঠি বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই পুনরুদ্ধার নেহাৎই একটি স্মরণ করতে করা হয়নি- এর মাধ্যমে এই শক্তিশালী ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে ভারত কখনোই ধার করা দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখে না। এই সেঙ্গল ধার্মিকতার সঙ্গে শাসনের নিবিড় সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা কোনোভাবেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ নয়-ভারতের নিজস্ব রাজ্যশাসন ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কারুকৃতি, ঔপনিবেশিকোত্তর কালে দীর্ঘ কাল এঁর কথা অবহেলায় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

একসাথে, হ্যাঁ, এইসব মূহূর্ত এক গভীরতর মূহূর্তের সংকেত- এক সভ্যতার আলোড়ন যা রূপান্তরধর্মী যা এগারো বছরে উন্মোচিত হওয়ার কথা।

ঠিক ২০১৪-র পর থেকে মোদী সরকারের তত্বাবধানে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, সংস্কৃতি আর কোনোভাবেই আলংকারিক বিষয় নয়- একে অবশ্যই ভিত্তিভূমি হতে হবে। 'আন্তর্জাতিক যোগা দিবস', ২০১৫-য় প্রথম উদযাপনেই দেখা গেল, কোটি কোটি মানুষ সমগ্র গোলক জুড়ে এক প্রাচীন ভারতীয় চর্চা করতে নিমগ্ন যা তাদের দেহ, মন ও অন্তরাত্মার উদ্ভাসন করে। যোগা শুধুমাত্র নিয়ম মেনে সুস্থতা রক্ষা করা নয়- এটি বিগত কয়েক বছরে ভারতের সব চেয়ে বড় সাংস্কৃতিক রপ্তানি সম্পদ।

আয়ুষ মন্ত্রকের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার এই জ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি প্রদান করেছে। এর ফলে আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি জাতীয় ও বৈশ্বিক মঞ্চ পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে,সরকার সমান্তরালে সংস্কৃত, তামিল, পালি ওপ্রাকৃতের মতো ধ্রুপদী ভাষাগুলিকে তাদের পান্ডুলিপিগুলি ডিজিটাইজেশন করে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মিশনের সূচনা করেছে। পাশাপাশি বিপন্ন লোকশিল্প ও কারুকলাগুলিকে 'উস্তাদ' ও 'হামারি দরবার' যোজনাগুলির আওতায় সহায়তা প্রদান করছে। ভারতের স্মৃতিস্তম্ভগুলি নবীকৃত শক্তিতে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। ২০১৮-য় স্ট্যাচ্যু অব ইউনিটি বা ঐক্যের প্রতিমার আবরণ উন্মোচন স্রেফ একটি উচ্চতার মাত্রা নয়-এ হল এক বিবরণীর পুনর্নির্ধারণ। সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, দীর্ঘকাল প্রচ্ছায়ার অন্তরালে ছিলেন, তাঁকে জাতীয় স্মৃতির একেবারে সামনের সারিতে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাজপথের নতুন নামকরণ কর্তব্যপথ করাটা এক সিদ্ধান্ত মূলক দিকবদল - ঔপনিবেশিক প্রতীকীবাদ থেকে দেশজ বিশ্বাসযোগ্যতা।

২০১৯-এ তামিলনাড়ুর মহাবল্লিপুরমে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং চিনা পাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর মধ্য অনাষ্ঠুনিক শীর্ষ বৈঠকটির চাইতে সম্ভবত বড় কোনো কূটনৈতিক আলাপচারিতার উদাহরণ নেই। দিল্লির করিডোর থেকে বহু দূরে, প্রাচীন বন্দর নগরী- এক সময় ছিল পল্লব রাজবংশের প্রাণকেন্দ্র এবং ভারত-চিন সমুদ্র সংযোগ-এ হয়ে উঠল দুই সভ্যতার মধ্যে আলাপচারিতার প্রক্ষাপট। দুই নেতা যখন পাথর-খোদাই মন্দির ও পাথের রথের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন বোঝা যাচ্ছিল ভারত শুধু ভূগোলকে উপস্থাপনা করে না, উপরন্তু ইতিহাসকেও তুলে ধরে, শুধু নিয়ম তান্ত্রিক আদব কায়দা নয়, বরং পরম্পরাগত উত্তরাধিকার। এ ছিল তার সুক্ষতম ও শক্তিমত্তায় এক কোমল শক্তি।

এই সাংস্কৃতিক নৈতিকতাই ভিন্নভাবে ভারতের বৈশ্বিক কূটনৈতিকতায় প্রবাহিত হচ্ছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাষ্ট্রীয় উপহার পটচিত্র থেকে শুরু করে শিশুদের রঙিন খেলনা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে- এই সব উপহার এগুলির সঙ্গেই ভারতের কারুকৃতি ও সময়োত্তীর্ণ ঐতিহ্যেরকাহিনি বহন করে চলেছে।

২০২৩-এ জি-২০-র প্রেসিডেন্সি আরোও একটি সাংস্কৃতিক মাইলফলক। দিল্লির কূনৈতিক ভবনে আবদ্ধ না থেকে এই শীর্ষ সম্মেলন সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতির এক উদযাপন হয়ে উঠেছিল। জনজাতীয় শিল্পকলা থেকে শুরু করে ধ্রুপদী উপস্থাপনা ভারতের নীতিগত গভীরতাকেই শুধু প্রদর্শন করেনি, বরং মযলে ধরেছে ভারতের আত্মাকে। বার্তাটি ছিল পরিষ্কার: ভারত কখনোই অতীতকালে অবস্থিত সভ্যতা নয়- এ হল জীবিত, বহুমাত্রিক এবং নিশ্চতভাবেই বৈশ্বিক।

বিগত কয়েক বছরে ৬০০-রও বেশি চুরি হয়ে যাওয়া শিল্পকৃতি-এর মধ্যে মূর্তি, ভাস্কর্য্য এবং বহু পান্ডুলিপি রয়েছে- বিদেশের প্রদর্শনশালা ও সংগ্রাহকদের কাছ থেকে ফিরেয়ে আনা হয়েছে। এই পুনরুদ্ধারের প্রতিটি নিদর্শন শুধুমাত্রশিল্পকলা নয়, বরং এক সম্মান। একইভাবে গুরু গোবিন্দ সিং-এর পুত্রদের শহীদানকে স্মরণীয় করে রাখতে চালু করা হয়েছে 'বীর বাল দিবস', অন্যদিকে 'জাতীয় গৌরব দিবস' জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাতীয় পাদপ্রদীপের আলোয় মেলে ধরেছে।

এমনকী অতিমারীও সাংসকৃতিক আলোকশিখাকে ম্লান করতে পারেনা। ভাচ্যুয়াল কনসার্ট, ডিজিটাল মিজিয়াম ট্যুর এবং'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে শিল্পকলা, কথা-কাহিনি ও সাংসকৃতিক গৌরব লকডাউনের নীরবতার মধ্যেও পুরোদমে চলছিল, প্রধানমন্ত্রী এটা সুনিশ্চিত করেছিলেন।

এই সমস্ত যাবতীয় বিষয় একটি প্রচার অভিযানের স্লোগানে একত্রিত হল: 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি'- বিকাশও, ঐতিহ্যও- এটি আহ্বান যাতে বলা হচ্ছে যে অথ্যনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই সাংস্কৃতিক গৌরবের হাতে হাত ধরে চলবে। মোদী সরকারের তত্বাবধানে এই স্লোগানটি স্রেফ একটি অলঙ্কার সর্বস্ব বাগ্মীতা নয়। এটা এক নতুন দিকদর্শনকে সজ্ঞায়িত করছে যেখানে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ কোনোভাবেই মন্দির পুনরুদ্ধার, জনজাতি গৌরব ও সভ্যতা সংক্রান্ত কাহিনি বর্ণন অবিচ্ছিন্ন বিষয়।

এই এগারো বছরে মোদী যুগকো নেহাৎই একটি সাংস্কৃতিক নীতি বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না- এই যুগ সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছে। যা শুরু হয়েছিল পুনরুদ্ধার দিয়ে তা এখন পুনরুভ্যুদয় হয়ে উঠেছে। এবং এক দিন যাকে অবহেলা করা হয়েছিল তা এখন জাতীয় পরিচয়ের নিউক্লিয়াসে রূপান্তরীত হয়েছে।

রাম মন্দির এবং সেঙ্গল পবিত্র প্রতীক রূপেবিরাজ করবে, কিন্তু গভীরতর উত্তরাধিকার নিহিত রয়েছে সম্মীলিত অনুধাবনের মধ্যে যাতে বলা হচ্ছে যে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর যখন সে স্মরণ করে সে কোথা থেকে এসেছে। আমরা শুধুমাত্র এক সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত দেশ নই-আমরা এক সুদীর্ঘ স্মৃতিসম্পদ বিশিষ্ট এক জীবীত সভ্যতা। এবং ওই স্মৃতিতে ধর্মের নজরদারীর আওতায় ভারত তার কণ্ঠস্বরকে পুনরায় শুনতে পেয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কলেজের অধ্যাপক নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি দিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

নববধূ ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে স্বামীর হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ, প্রেমিক পলাতক

কর্ণূল(অন্ধ্র প্রদেশ), ২৩ জুন : অন্ধ্র প্রদেশের কর্ণূল জেলায় এক ৩২ বছর বয়সী ভূমি জরিপকারীকে হত্যার অভিযোগে নববিবাহিত স্ত্রী ও তার মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে কর্ণূলের এক ব্যাঙ্ককর্মীও জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত তেজেশ্বর তেলেঙ্গানার জোগুলাম্বা গদ্বাল জেলার বাসিন্দা। গত ১৮ মে ঐশ্বর্য্য-র সাথে বিয়ের এক মাসের মধ্যে গত ১৭ জুন তিনি নিখোঁজ হন। ওই দিনই কর্ণূল শহর থেকে প্রায় ৩০-৪০ কিমি দূরে পন্যম মণ্ডলের সুগালিমেট্টু এলাকায় তাঁর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, তেজেশ্বরকে এক জমির জরিপ করার প্রলোভনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাঁকে খুন করা হয় এবং পরে দেহটি রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই মামলার মোড় ঘুরে যায় আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসায়। নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে, ঐশ্বর্য্য এবং তাঁর মা সুজাতাউভয়েই কর্ণূলের ওই ব্যাঙ্ককর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। অভিযোগ, ওই ব্যাঙ্ককর্মীই খুনিদের ভাড়া করে তেজেশ্বরকে হত্যা করেছে এবং খুনের সময় নিজের চালককেও সঙ্গে পাঠিয়েছে।

বিয়ের আগে থেকেই ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ব্যাঙ্ককর্মীর সম্পর্ক ছিল। বাগদানের কিছুদিন আগে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান ঐশ্বর্য্য। পরে ফিরে এসে জানান পণ ও মানসিক চাপের কারণে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়েটি হয়। তেজেশ্বরের পরিবারের দাবি, বিয়ের পর থেকেই তাঁর স্ত্রী বারবার ফোনে কথা বলতেন ও মানসিকভাবে স্বামীর থেকে আলাদা ছিলেন। কল রেকর্ডে দেখা গেছে, বিয়ের পরও ঐশ্বর্য্য ও ব্যাঙ্ককর্মীর মধ্যে ২,০০০-রও বেশি ফোন হয়েছে। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, সম্পত্তি এবং ঐশ্বর্য্যের সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্বই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। ভাড়াটে খুনিদের মাধ্যমে তেজেশ্বরকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একদল খুনি ১০ একর জমির জরিপের ছুতোয় তেজেশ্বরকে ডেকে নিয়ে যান এবং গাড়ির মধ্যেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরা চলাকালীন ঐশ্বর্য্য ও তাঁর মা সুজাতা হত্যার চক্রান্তে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পলাতক ব্যাঙ্ককর্মী এবং অন্যান্য জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র উদঘাটনের জন্য তদন্ত জোরকদমে চলছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজে অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান, ছাত্রাবাস সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সোমবার মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ (এমএএমসি) ক্যাম্পাসে চলমান অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ছাত্রাবাসগুলোর দ্রুত সংস্কার ও আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, আমরা দিল্লির প্রতিটি ছাত্রকে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে।

এদিন ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার অভাব, পর্যাপ্ত আলোর ঘাটতি, নিরাপত্তারক্ষীর স্বল্পতা, অবৈধ দখলদারি ও একটি নির্ভীক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি প্রতি ১৫ দিন অন্তর অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্যাম্পাস পরিদর্শনের ঘোষণা দেন। এই বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, কলেজ প্রশাসন এবং ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্ররা অভিযোগ করেন, ছাত্রাবাসগুলোর দেওয়াল ও ছাদের দুরবস্থার কারণে নিরাপত্তা হুমকির মুখে। বিশেষ করে ছাত্রীদের অভিযোগ, রাতের বেলায় পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলেজের সাতটি ছাত্রাবাস ১৯৬৬ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল মাত্র ১,২০০ ছাত্রের জন্য। অথচ বর্তমানে সেখানে গাদাগাদি করে বসবাস করছেন প্রায় ৩,২০০ জন। আটটি বিছানা একটি ঘরে, ভাগ করা আলমারি, পড়ার টেবিলের অভাবএই সব কিছুই ছাত্রাবাসগুলোর করুণ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তোলে।

তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি পূর্বতন সরকারগুলোর চরম অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিচ্ছবি। নিরাপত্তা ও অবকাঠামো উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পদক্ষেপে রয়েছে, অবিলম্বে ছাত্রাবাসগুলোর মেরামত ও সংস্কারের কাজ শুরু করতে পূর্ত দফতরকে নির্দেশ, ক্যাম্পাসে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এলইডি স্ট্রিটলাইট বসানো হবে, ২৪ ঘণ্টার সিসিটিভি নজরদারি ও নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হবে, ক্যাম্পাসের ভিতরে সহজ চলাচল ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হবে এবং বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত শুরু করার নির্দেশ।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ক্যাম্পাস শুধু চিকিৎসা শিক্ষা নয়, বরং ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের প্রস্তুতির কেন্দ্র। এখানে উন্নয়ন বাধ্যতামূলক।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দেশজুড়ে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা, দিল্লি-এনসিআর-সহ একাধিক রাজ্যে ইয়েলো অ্যালার্ট জারি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আজ থেকে আগামী কয়েকদিন প্রবল থেকে অতি প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র, অসম, মেঘালয়, তেলেঙ্গানা, তটবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলসহ একাধিক অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় ঝড়ো হাওয়া, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও গোয়ার বিভিন্ন জায়গায় আগামী ২ থেকে ৩ দিন ধরে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

পূর্বোত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে যেমন অসম, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরে আজ ও আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত চলতে পারে। এই অঞ্চলের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ারও পূর্বাভাস রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং ছত্তীসগড়েও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচলপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লিতে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ এবং মুষলধারে বৃষ্টির আশঙ্কায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের মতে, ২৭ জুনের মধ্যে দিল্লিতে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। বর্তমানে দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫-৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে রয়েছে। বৃষ্টির কারণে শহরবাসীরা গরম ও আর্দ্রতা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন।

এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরল, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে বর্ষা প্রবেশ করায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলে আগামী এক-দুদিন বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কেরল, তামিলনাড়ু ও রায়লসীমার কিছু অংশে গরম এবং আর্দ্র পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে।

মধ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কনকন ও গোয়ার বিভিন্ন স্থানে ২৩ থেকে ২৮ জুনের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশেও ২৩ ও ২৪ জুন অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন কোনও বড় পরিবর্তন না হলেও, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং মুজাফফরাবাদে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর সকলকে পরবর্তী কয়েকদিন সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি, বজ্রপাত ও ঝড়ো হাওয়া থেকে বাঁচতে খোলা জায়গা ও বড় গাছপালা থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।

ইন্দোরে পুত্রবধূর হাতে শাশুড়ি খুন

ইন্দোর, ২৩ জুন : রাজা রঘুবংশীর হত্যার পর আবারো নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কেঁপে উঠলো মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। রবিবার রাতে শীতল নগর কলোনিতে এক পুত্রবধূ তাঁর শাশুড়িকে খুন করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। শাশুড়ির রক্তাক্ত দেহ তাঁদের বাড়ির বাথরুম থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক অশান্তিকেই এই হত্যার কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে। নিহত মহিলার নাম গোমতী (বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ বছর), আর অভিযুক্ত পুত্রবধূর নাম নেহা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতো, যা এখন চরম পর্যায়ে গড়িয়েছে। ঘটনার দিন রবিবার আবারও দুজনের মধ্যে তীব্র ঝগড়া বাঁধে। অভিযোগ, নেহা তাঁর শাশুড়িকে টেনে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে একটি ভারী বস্তু (সম্ভবত পাথর) দিয়ে মুখে আঘাত করতে থাকেন। একপর্যায়ে শাশুড়ি মারা যান।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি সামনে আসে যখন গোমতীর ছেলে সন্দীপ বাড়ি ফিরে এসে তাঁর মায়ের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। সাথে সাথেই তিনি প্রতিবেশীদের ডাকেন এবং মা-কে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এর পর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নেহাকে গ্রেপ্তার করে তদন্তে নেমেছে। জানা গেছে, সন্দীপ ও নেহার বিয়ে হয়েছিল দু'বছর আগে। এছাড়াও, কিছুদিন আগে গোমতী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রবধূ তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছিলেন। বর্তমানে নেহা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন এবং তদন্ত চলছে। এই নৃশংস ঘটনার ফলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ চলমান, দুই দেশ একে অপরকে মিসাইল হামলা চালিয়েছে

তেহরান, ২৩ জুন : ১৩ জুন থেকে শুরু হওয়া ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ আজ ১১তম দিনে পৌঁছেছে। এই যুদ্ধে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে, রবিবার এই যুদ্ধের একটি নতুন মোড় আসে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খোলামেলা ভাবে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর আক্রমণ করে তার তিনটি পারমাণবিক স্থলকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এগুলির মধ্যে 'ফোর্ডো, নতাঞ্জ এবং এসফাহান' অন্তর্ভুক্ত। এই হামলার পর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি প্রেস কনফারেন্সে হামলাটি সম্পর্কে কথা বলেন এবং আমেরিকান সেনাদের অভিনন্দন জানান। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা তাদের পারমাণবিক স্থলগুলোকে লক্ষ্য করেছি, এখন ইরানকে শান্তির পথে আসা উচিত।'

মার্কিন হামলার পর, এই যুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ইরান ইসরায়েলে বেশ কিছু মিসাইল হামলা চালিয়েছে। বর্তমানে, ইরান এই যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার সমর্থন লাভের চেষ্টা করছে। এজন্য ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ মস্কো রওনা হচ্ছেন।

এর আগে, ট্রাম্প একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে হামলার তথ্য জানান, যেখানে তিনি লেখেন, 'আমরা ইরান-এর তিনটি পারমাণবিক স্থলে অত্যন্ত সফলভাবে হামলা করেছি, এর মধ্যে ফোর্ডো, নতাঞ্জ এবং এসফাহান রয়েছে। সব বিমান এখন ইরানের আকাশসীমার বাইরে। এখন শান্তির সময়।' তিনি এই পোস্টটি ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করেন।

ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে মিসাইল হামলার কারণে উভয় দেশের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, 'ইসরায়েল এখন বড় একটি ভুল করেছে, এর ফল ভুগতে হবে।' তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই মন্তব্য করেছেন।

এদিকে, ইরানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা আমেরিকান হামলার পর প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়, প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করছে।

এই হামলার পর, ইরানের পার্লামেন্ট হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার প্রস্তাব পাস করেছে। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস পরিবহন পথ, যেখানে বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল এবং গ্যাসের ব্যবসা হয়। এই প্রস্তাব ইরান সরকারের কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই সংঘর্ষ চলতে থাকে তবে তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার অতিক্রম করতে পারে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে, মার্কিন সামরিক বাহিনী অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে। এছাড়া, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি আজ রাশিয়ায় পৌঁছেছেন। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই সংকট নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

এদিকে, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ সেশনে শান্তির আবেদন করেছেন এবং তিনি ইরানের পারমাণবিক স্থলগুলোর ওপর আমেরিকার হামলার পর দ্রুত উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে শাসন পরিবর্তনের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি ইরানের বর্তমান সরকার ইরানকে পুনরায় মহৎ করতে সক্ষম না হয়, তবে শাসনে পরিবর্তন আসা উচিত।'

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং মার্কিন হামলার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছেন এবং উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক পথ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩,৬০৮ কেজি ওজনের ডজন খানেক বাঙ্কারবাস্টার বোমা ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থলে ফেলেছে। এই হামলার কোডনাম 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' রাখা হয়েছে, যার মধ্যে সাতটি স্টিলথ বি-২ বোম্বার, রিফুয়েলিং এবং ফাইটার জেটসহ ১২৫টি বিমান অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও, নতাঞ্জ ও এসফাহান এলাকায় ৩০টি টমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হামলার তিন ঘণ্টা পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি বলেন, 'ইরান এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করুক, নাহলে আরও বড় আক্রমণ করা হবে।'

মার্কিন হামলার পর, ইরান ইসরায়েলের ১৪টি শহরে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। ১৩ জুন থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২০০০ এরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। তবে, ইরান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৪৩০ জনের মৃত্যুর এবং ৩,৫০০ জনের আহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে। ইসরায়েলে ২১ জুন পর্যন্ত ২৪ জন নিহত এবং ৯০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। ইরানের পার্লামেন্ট হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার প্রস্তাব পাস করেছে। তবে, এই সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত অনুমোদন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে আসবে।

Walk-in-Interview for Engagement of Master Trainers on Tribal Culinary Practices & Ingredients,

In pursuance of the letter vide No. 2(102)-TR&CI/RES/2024/1/756087/2025 Dated, 17.06.2025 of the Director, Tribal Research & Cultural Institute, Government of Tripura, a 3-Day Sub-Divisional Level Workshop on "Tribal Culinary Practices & Ingredients" will be organized in Teliamura Sub-Division.

To facilitate smooth execution of the workshop, 3(three) Master Trainers will be selected through a walk-in-interview conducted by the Sub-Division Level Team constituted for the purpose.

Interested candidates are requested to appear in person for the interview at the office of the Sub-Divisional Magistrate, Teliamura, Khowai District on 27.06.2025 at 11:30 a.m.

ICA/C-437/25

Sub-Divisional Welfare Officer
Teliamura, Khowai District

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. F.3(216)-AGMC & GBPH/e-S & P/2024 Dt. 19-06-2025.

TENDER FOR "RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF IT RELATED ITEMS FOR USE IN THE AGMC & GBP HOSPITAL, AGARTALA."

A Tender is hereby invited from resourceful, experienced and Bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for "RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF IT RELATED ITEMS FOR USE IN THE AGMC & GBP HOSPITAL, AGARTALA." Reference file No. No. F.3(216)- AGMC & GBPH/e-S & P/2024.

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (https://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is ..... / .20.2.5.... up to 5:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C/1190/2

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

Ref. No.22 (52/DIT/COMM/2025 20th June, 2025
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited for "provisioning of LAN with Wi-Fi facility in the new office building of DM & Collector, North Tripura. Details of tender document can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in and the bids online through to be submitted needs http://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-1186/25

-Sd-
Director,
Directorate of Information Technology,
Govt. of Tripura

PNIe-T NO:- 22/EE-1/2025-26, Dated 19/06/2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 10-07-2025 for 03 (Three) Nos. hiring of Vehicle along with Driver and Fuel. For details visit The Executive Engineer, Division No-I, PWD (R&B), Agartala or contact at Mobile No: 7004317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1150/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

NOTICE NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT NO.: 17/EE/MNP/PWD (R&B)/2025-26 Date 17/06/2025 The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 17/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 & I) DNIT No.70/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 II) DNIT No.115/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25	Upto 3.00 pm On 07/07/2025	At 4.00 pm on 07/07/2025 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1141/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma) Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

G.B TOP G.D Entry No.15– dated20 -06-2025*f*

পাশের ছবিটি বিকাশ চক্রবর্তী পযত্নে সায়ন চক্রবর্তী, বয়স আনুমানিক ৫৮ বছর, সাং-বক্স নগর, থানা-কলম চূড়া, সিপাহী জেলা, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল গোলাকার, চুলের রং সাদা ও কালো। গত ১৫/০৫/২০১৫ ইং অসুস্থ অবস্থায় জি.বি.পি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ২০/০৬/২০২৫ ইং রাত্রি ১২-টায় মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ৬০৩৩২৩৭৫ ১৪/১০০
৩) জিবি টিওপি- ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-431/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- "পেনশনার্স আবাস আশ্রয়"-এ সাপ্তাহিক স্বেচ্ছাসেবামূলক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আগ্রহী চিকিৎসকদের থেকে আগ্রহপত্র আহ্বান।

"সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অফ পেনশনার্স আবাস আশ্রয়" পরিচালিত আগরতলার কুঞ্জবনস্থিত " পেনশনার্স আবাস আশ্রয়"-এ বসবাসরত সরকারী পেনশনভোগী প্রবীণদের সাপ্তাহিক স্বেচ্ছাসেবামূলক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা পরিষেবা প্রদান করতে আগ্রহী চিকিৎসকদের থেকে আগ্রহপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহপত্র নিম্নোক্ত ইমেইল বা ঠিকানায় প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Email:- dswe-agt@yahoo.com / src.dswe@gmail.com অথবা "পেনশনার্স আবাস আশ্রয়", কুঞ্জবন, আগরতলা।

প্রয়োজনে এই ঠিকানায়- প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ শাখা (Senior Citizen Welfare Section), সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকার, উজান অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা অথবা -(০৩৮১)-২৩২৬০৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অফ পেনশনার্স আবাস আশ্রয় থেকে প্রচারিত।

ICA/D-428/25

T.K.Das– IAS
Member Secretary
ŒDirector– Social Welfare & Social Education Department– Government of TripuraŠ
Society for Management of Pensioners Awaas Ashray

সোমবার আগরতলার উজ্জয়ন্ত মার্কেটে আগুনের ঘটনার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ছুটে এসে আগুন আয়ত্বে আনে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আলুর পরোটা নাকি পিজ্জা

ঘ্রাণে নাকি অর্ধেক ভোজন হয়! কিন্তু দর্শনেও কি ভোজন হয়? ইদানীং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুললেই চোখে পড়ে নানা রকম খাবার তৈরি বা রেস্তরাঁয় খাওয়া দাওয়ার ভিডিয়ো। সেই সব দেখে আর কিছু না হোক মনের খিদে তো মেটেই। পেটের খিদে যদিও চাগাড় দেয়। আবার খাবার নিয়ে অদ্ভুত পরীক্ষা নীরিক্ষা দেখে খাদ্য প্রেমীরা বিস্মিতও হন।

সম্প্রতি তেমনই একটি খাবারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। ভিডিয়োটি একটি রাস্তার ধারের খাবারের দোকানের। দোকানী তথা রাঁধুনী সেখানে যা তৈরি করছেন সেটি কোনও একটি পদ নয়। বরং দু"টি পদের মিশ্রণ। সেই দুই পদ আবার দু" দেশের। একটি ইতালির। অন্যটি খাঁটি ভারতীয়। একটি পিতা। অন্যটি আলুর পরোটা। দুইয়ে মিলে আলু পরোটা পিতা বানিয়েছেন রাঁধুনী। তবে ওই পরোটা পিতা দেখে চমকে গিয়েছেন খাদ্য প্রেমীরা।

প্রথমে সাধারণ আলুর পরোটার মতোই পুর ভরে তৈরি করা হচ্ছে ময়দার লেচি। তার পর সেটি মোটা প্রস্থে বেলে নিয়ে ভাজা হচ্ছে দেশি ঘিয়ে। এ ভাবেই তৈরি হচ্ছে ইতালীয় পিতার দেশি "পিতা বেস"। অর্থাতযার উপর সাজিয়ে দেওয়া হবে পিতার টপিংচিজ, সস, মশলাপাতি ইত্যাদি। এর পর ধীরে ধীরে নিজের বিশেষ রূপ পায় পরোটা পিতা। পরিবেশন করা হয় স্টিলের প্লেটে তিন রকম দেশি চাটনি সহযোগে।

এই ভিডিয়ো দেখে অবাক খাদ্য প্রেমীরা। অনেকে বলেছেন, "যে জিনিসটা যেমন সেটা তেমন ভাবে খেতে আপত্তি কীসের?"" কেউ আবার কটাক্ষ করে লিখেছেন, "এই জগাখিচুড়ি রেসিপি আবিষ্কার করার আগে না জানি কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন ওই রাঁধুনী?" আবার অনেকে বিক্রেতার সৃষ্টিশীলতার প্রশংসাও করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, পিতার বেসে চিজ বা মাংসের পুর দিয়ে চিজ বার্স পিতা হলে আলু বার্স পিতা হতে আপত্তি কোথায়!

ভাতের ফ্যান ছাড়াও সুতির শাড়ি মড়মড়ে হয়ে উঠতে পারে

বাড়িতে সুতির নরম শাড়ি পরতে ভালবাসেন অনেকেই। কিন্তু বাইরে বেরোতে গেলে মাড় দেওয়া, পাটভাঙা শাড়ি না হলে চলে না। দামি, নতুন শাড়ি বেশ কয়েক বার পরে নিয়ে অনেকেই লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেন কাচতে। কিন্তু তুলনায় কমদামি রোজের ব্যবহারের শাড়িগুলি তো নিয়মিত বাইরে কাচতে দেওয়া হয় না। সে ক্ষেত্রে মা, ঠাকুমাদের শাড়িতে দেওয়ার সবচেয়ে পছন্দের, সহজলভ্য মাড় হল ভাতের ফ্যান।

তবে ভাতের ফ্যান শাড়িতে দিলে, শুকোনোর পর অনেক সময়েই বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়। তাই এই উপাদান ব্যবহার করতে চান না অনেকেই। ভাতের ফ্যান ছাড়া মাড় হিসেবে আর কী কী ব্যবহার করা যায়?

১) আঠা- ৫০০ মিলিলিটার জলে ১ টেবিল চামচ আঠা ভাল করে গুলে নিন। কোনও ভাবেই যেন আঠার অবশিষ্ট অংশ জলে না ভাসে। তার পর যে শাড়িতে মাড় দেবেন, সেটি ওই মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন। মিনিট দুয়েক পর নিঙড়ে রোদে শুকোতে দিন।

২) আলুসেদ্ধ করা জল- আলুর খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর একটি পাত্রে পরিষ্কার জল দিয়ে আলু সেদ্ধ হতে দিন। আলু পুরো সেদ্ধ হয়ে এলে সাবধানে জল থেকে আলুগুলি তুলে অন্যত্র সরিয়ে রাখুন। আলু সেদ্ধ করা জল ঠান্ডা হতে দিন। তার পর মাড় হিসেবে ব্যবহার করুন। মাড় দেওয়ার পর ছায়ায় শাড়ি শুকোতে দেওয়া যাবে না। তা হলে কিন্তু মাড় ধরবে না।

৩) ময়দা-গরম জলে ময়দা ভাল করে ফুটিয়ে ঘন একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। শাড়িতে কতটা মাড় চান, সেই অনুযায়ী মিশ্রণ ঘন করবেন। ঠান্ডা হলে মাড় হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে মাড় দেওয়ার পর শাড়ি কিন্তু রোদে শুকোতে দিতে হবে।

রাতের বেলা রুটির সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন পমফ্রেট মাছের দোপেঁয়াজা

বর্ষাকালে মাছ খেয়েও সুখ, খাইয়েও সুখ। বাজার থেকে প্রমাণ সাইজের পমপ্রেট এনেছেন। এমনিতে পমফ্রেট কিনলে সাধারণত তন্দুরি করেই খাওয়া হয়। গরম হোক বা ঠান্ডা যে কোনও পানীয়ের সঙ্গেই সেই পদ খেতে ভাল লাগলেও রুটি দিয়ে শুকনো তন্দুরি খেতে ভাল না-ও লাগতে পারে। তা হলে উপায়? সমাধান রয়েছে হাতের মুঠোয়।

সাধারণ পমফ্রেট মাছের ঝাল বদলে যেতে পারে পমফ্রেট দোপেঁয়াজায়। রইল সেই রেসিপি।

উপকরণ

পমফ্রেট মাছ: ৪টি

পেঁয়াজ বাটা: আধ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ,রসুন বাটা: ১ চা চামচ,আদা বাটা: আধ চা চামচ টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ, টক দই:১ টেবিল চামচ,কাঁচা লঙ্কা: ২টি জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ,হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী চিনি: সামান্য,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ প্রণালী ১) মাছ ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ছোট একটি পাত্রে টকদই, নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন।

২) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হলে নুন-হলুদ মাখানো মাছগুলি ভেজে তুলে রাখুন। ৩) এ বার ওই তেলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তুলে রাখুন। ৪) আরও খানিকটা তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন, টোম্যাটো কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ৫) খানিকটা ভাজা হয়ে এলে একে একে সমস্ত মশলা দিয়ে দিন। ৬) ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে দিন। সামান্য একটু জল দিতে পারেন। ৭) এ বার ভেজে রাখা মাছগুলি কড়াইতে দিয়ে দিন। ৮) কাঁচালঙ্কা চিরে ঝোলের মধ্যে দিয়ে খানিক ক্ষণ ফুটতে দিন। ৯) গ্রেভি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

দেহের বিভিন্ন অংশে কাটা দাগ, কালচে ছোপ ফিকে হবে অয়েলের গুণে

ছোটবেলায় সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। থুতনি কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে গেলেও বিশ্রী দাগ রয়ে গিয়েছে এই বয়সেও। আবার বহু দিন আগে কারও মুখে হওয়া বসন্তের দাগও মেলাতে চায় না সহজে। ডাবের জল, চন্দন মাখার পর শেষে চিকিৎসকের শরণাপন্ন

হতে হয়। রাসায়নিক দেওয়া একগুচ্ছ মলম মাখতে হয় নিয়ম করে। তা-ও দাগ পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। তবে প্রসাধন নিয়ে পরীক্ষানিরিক্ষা করেন এমন মানুষদের বক্তব্য, এই সব সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে স্ট্রিয়োভার এবং রোজহিপ অয়েলের মিশ্রণ। নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকে কোলাজেনের উতাদন বাড়তে থাকে। ফলে ক্ষত পূরণ হয় তাড়াতাড়ি। মাসখানেকের মধ্যেই তফাত নজরে পড়ে। সন্তানপ্রসবের পর মায়েদের পেটের সেলাইয়ের দাগ বা স্ট্রেচ মার্ক মিলিয়ে যেতেও সাহায্য করে এই অয়েলগুলি।

কমবয়সে ব্রণ হত। দেখতে ভাল লাগত না, আবার নখ দিয়ে খুঁটেও ফেলতেন। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। গোটা মুখে দাগ ভরে গিয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করতে হবে ভিটামিন সি অয়েল। সঙ্গে নায়াসিনামাইড থাকলে তো কথাই নেই। তাড়াতাড়ি কাজ হবে। বাহুমূল, হাঁটু, কনুইয়ের কালচে ছোপ দূর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে রেটিনল। ওয়াক্সিং বা রেজার দিয়ে রোম চাঁছার পর দেহে যদি কালচে ছোপ পড়ে, সে ক্ষেত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ করে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এবং ল্যাক্টিক অ্যাসিড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ট্রবেরি লেগের মতো সমস্যাও দূর করতে পারে এই অয়েলগুলি। তবে ধৈর্য ধরে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করে যেতে হবে।

রাত জেগে সিরিজ আর দিনের বেলা ঘুম বাড়িয়ে তুলতে পারে হাঁপানির সমস্যা

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ হাঁপানির শিকার। কারা এই রোগে আক্রান্ত হবেন আর কারা হবেন না, এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও বিজ্ঞানীরা সঠিক কোনও দিক নির্দেশ করতে পারেননি। সম্প্রতি আরও একটি গবেষণা দাবি করছে, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা ঘুমের স্বাভাবিক চক্র বিঘ্নিত হলে হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হারে বেড়ে যেতে পারে।

নিয়মিত ঘুমোতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় যথযথ রাখতে পারলে এই সমস্যা অনেকটাই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। "বিএমজে ওপেন রেসপিরেটরি রিসার্চ" পত্রিকায় এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ৩৮ থেকে ৭৩ বছর বয়সি প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সমীক্ষায়। চিনের শানডং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক কম করে এক যুগের উপর তাঁদের ঘুমের ধরন এবং সময় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘুমের সময়, রাত জাগা, নাক ডাকা, কত ক্ষণ ঘুমোন বা দিনের বেলা ঘুমের পরিমাণ বাড়ে কি না, এই সংক্রান্ত প্রশ্নের ভিত্তিতেই সমীক্ষা করা হয়েছিল। গবেষণা শেষে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যাঁরা সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন, ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমোন, রাত জাগা বা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন না, যাঁদের নাক ডাকার সমস্যা নেই, দিনের বেলা ঝিমুনির সমস্যায় ভোগেন না, তাঁদের হাঁপানি বা অ্যাজমার সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ড্রপ ব্যবহার করেও বন্ধ নাক খুলছে না?

শীতকালে সর্দি-কাশি, নাক বন্ধের সমস্যা লেগেই থাকে। তবে শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাতেও এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত হয়। ঠান্ডা লেগে জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে ভুগছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে নাকবন্ধের সমস্যা তো রয়েছেই। সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি হয় এটা নিয়েই। নাক বন্ধ হয়ে গেলে কোনও কাজেই মন বসে না। খাওয়াদাওয়াতেও অরুচি হয়। শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। অনেকেই বন্ধ নাক খোলার জন্য নানা রকম ড্রপ ব্যবহার করেন। তাতে যে সব সময় সুফল পাওয়া যায়, তা নয়। বরং বন্ধ নাক খোলার ঘরোয়া কিছু উপায় রয়েছে। সেগুলি জেনে রাখা জরুরি। রসুন- এক কাপ জলে দু'তিন কোয়া রসুন ফুটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান আধ চামচ হলুদ গুঁড়ো। এই জল খেলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেলেও উপকার পাবেন। অ্যাপল সিডার ভিনিগার- এক কাপ গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভিনিগার ও এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেলে মিউকাস পরিষ্কার হবে। দিনে দুই থেকে তিন বার খান। সর্দি সম্পূর্ণ কমে যাবে। গরম জল- গরম জলে ভাপ নিতে পারেন। পরিষ্কার কাপড় গরম জলে ভিজিয়ে মুখের উপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট চাপা দিয়ে রাখুন। গরম জলে স্নান করলেও উপকার পাবেন। গোলমরিচ- বন্ধ নাক খুলতে অব্যর্থ গোলমরিচ। হাতের তালুতে অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো নিয়ে সামান্য সর্ষের তেল দিন। আঙুলে লাগিয়ে নাকের কাছে ধরুন। হাঁচি হবে। সেই সঙ্গেই নাক, মাথা পরিষ্কার হয়ে ঝরঝরে লাগবে।

সন্ধ্যায় চপ-মুড়ি না খেয়ে রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হবে

কাজে বেরোনোর সময় সারা দিন ভাল করে খাওয়া হয় না। তাই সকালে ভাল পদ যা রান্না হয়, সবটাই মায়েরা যত্ন করে রেখে দেন ছেলেমেয়ের জন্য। কিন্তু মুশকিল হল, অফিস থেকে ফিরেও তো অনেক সময়ে আবার ল্যাপটপ খুলে বসতে হয়। তাই খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না। রাতে তেল-মশলা দেওয়া খাবার খেলে গ্যাস-অম্বল অবধারিত।

তাই পুষ্টিবিদেরা বলে থাকেন, রাতের খাবার যতটা সম্ভব হালকা রাখতে। শুধু তা-ই নয়, রাতের খাবার যদি সন্ধে সাতটার আগে খেয়ে ফেলা যায়, তা হলে সব দিক থেকেই ভাল। অনেকেই রাতের খাবার খাওয়ার পর সোজা বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেন। এতে খাবার হজমে সমস্যা হয়। ওজনেও প্রভাব পড়ে। তবে সন্ধে ৭টার সময় রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত উপোস করে থাকা কিন্তু আবার শরীরের জন্য ভাল নয়। তাই নিজের সুবিধা বুঝে সময় আগুপিছু করে নেওয়া যায়।

রাতে তাড়াতাড়ি খাবার খেলে কী কী উপকার মিলতে পারে?

১) রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ হলে হজম হয় তাড়াতাড়ি। খাবার থেকে পুষ্টিগুণ শোষণ করে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজটিও সহজ হয়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২) ঘুমের চক্র

রাতে ভারী খাবার খাওয়ার পর শুয়ে পড়লে অনেক সময় হজমের সমস্যা হয়। সেখান থেকে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। তাই ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত পক্ষে দু-তিন ঘণ্টা আগে নৈশভোজের পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) হরমোন

শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন এমন একটি উপাদান, শরীর থেকে যার অতিরিক্ত ক্ষরণ হলেও ক্ষতি। আবার কম ক্ষরণ হওয়াও ভাল নয়। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতের খাবার খাওয়া এবং হজম হওয়ার উপর হরমোনের কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়াই ভাল।

রান্নাঘরে জলের অপচয় বন্ধ করুন

রান্নাঘরে অনেক সময় অজান্তেই আমরা অনেকটা জল অপচয় করে ফেলি। রান্নার প্রতিটি পর্যায়ে জলের ব্যবহার করা হয়। ভাত, ডাল, চাউমিন, পাস্তা কিংবা সব্জি সেদ্ধ হয়ে গেলে আমরা সেই জল ছেঁকে ফেলে দিই। কিন্তু যদি ফেলে না দিয়ে একটি পাত্রে সেই জল জমিয়ে রেখে দেন, তা হলে পরে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

ভাবছেন, কী ভাবে?

১) শাক-সব্জি, ফল, চাল, ডাল ধুয়ে সেই জল ফেলে না দিয়ে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়। লিকার চা বানানোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে যায়, চা পাতা সমেত সেই জলও গাছের পরিচর্যায় কাজে লাগাতে পারেন।

২) ভরতি জলের বোতল গাড়িতে রেখে দিয়ে আমরা ভুলে যাই। দু'দিন পর গাড়ি খুলে দেখলে মনে পড়ে সেই কথা। সেই জল ফেলে না দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করার কাজে, বাসন মাজার কাজে ব্যবহার করতেই পারেন।

৩) কড়াইতে পোড়া লাগলে সেই

দাগ পরিষ্কার করতে সময় ও জল দুইয়েরই অপচয় হয়। এ ক্ষেত্রে সমান্য জল গরম করে নিয়ে কড়াইতে আধ ঘণ্টা মতো রেখে দিন। দেখবেন, অল্প সময়েই সেই দাগ দূর করা সম্ভব হবে। জলের অপচয়ও কমবে।

৪) চাউমিন, পাস্তা সেদ্ধ করে সেই জল আবার রান্নার কাজে লাগাতে পারেন। পিতার ময়দা মাখার সময়ে যদি নুন আর তেল মেশানো চাউমিন সেদ্ধ করা জলটি ব্যবহার করেন, তা হলে পিতার রুটি হবে তুলেতুলে নরম। ডাল রান্না করার আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। যদি সাধারণ জলের বদলে চাউমিন সেদ্ধ করা গরম জলে কিংবা ভাতের ফ্যানে ডাল ভিজিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে ডাল রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না।

৫) ভাতের ফ্যান ফেলে না দিয়ে সেই ফ্যান রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। দু'চামচ ভাতের ফ্যানের সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে, ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখতেও এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন।

ফলের গুণেই বাড়বে প্রতিরোধ শক্তি?

রোজ সকালে খালি পেটে একটুকরো আমলকি। ব্যস, তাতেই নীরোগ হবে শরীর। শতাব্দীপ্রাচীন এই আয়ুর্বেদিক টোটকার গুণ অনেক। বর্ষায় সর্দি-কাশি তো দূরে থাকেই, এমনকি ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতেও আমলকির উপর ভরসা রাখা যায়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায়, এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কেন রোজ আমলকি খাবেন?

১) দূষণের কারণে অনেকেরই অল্প বয়সে চুলে পাক ধরে। চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে আমলকি দারুণ উপকারী। বর্ষায় চুল ঝরে যাওয়া প্রতিরোধ করতেও এই দাওয়াই দারুণ কার্যকর। আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস এবং ভিটামিন সি স্ক্যাল্পের রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে চুল লম্বা এবং ঘন হতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কারণ, আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস চুলের গোড়ায় কোলাজেন নামে এক বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে। আমলকির ভিটামিন সি প্রদাহ

ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি শুষ্ক স্ক্যাল্পকে আর্দ করে খুশকির সমস্যা সারিয়ে তোলে। ২) আমলকি ত্বকের প্রিয় বন্ধু। এতে উপস্থিত ভিটামিন সি ব্রণ, মেচেতার দাগ মুছে ফেলার পাশাপাশি বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। দূষিত পরিবেশে ত্বক জেল্লাহীন হয়ে পড়ে। নিয়মিত আমলকি খেলে নিষ্প্রাণ ত্বক, চুল, সব মিলিয়ে গোটা চেহারাই সজীব হয়ে ওঠ

৩) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ইসবগুল, ওষুধ খেয়েও অনেক সময়ে উপকার হয় না। সেই সময়ে আমলকি কিন্তু বিশেষ ভাবে কাজে আসে। হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে আমলকি। হজমের সমস্যায় আমলকি ভাল দাওয়াই। ৪) বর্ষার মরসুমে অনেকেই অ্যালার্জি ও ফুসফুসের সমস্যায় ভোগেন। এই সমস শরীর চাঙ্গা রাখতে ও প্রদাহ কমাতে নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন।

৫) বর্ষায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া কিংবা ছত্রাকের হানায় শরীরে বাসা বাঁধে রোগব্যাধি। সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে রোজ নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন।

সোমবার রবীন্দ্র ভবনের সামনে অলিম্পির ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক র‍্যালি সূচনা করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

এসইসিআই-এর ঐতিহাসিক সবুজ অ্যামোনিয়া টেন্ডার ভারতের সার খাতে কার্বন নির্গমন কমাতে ভূমিকা রাখবে

সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির মন্ত্রকের অধীনে একটি 'নবরত্ন' কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা, ভারতের সার খাতে কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক সবুজ অ্যামোনিয়া টেন্ডার জারি করেছে। এই টেন্ডারটি দেশের ১৩টি সার উৎপাদন কেন্দ্রে বার্ষিক ৭.২৪ লক্ষ টন সবুজ অ্যামোনিয়া সরবরাহের জন্য ডাকা হয়েছে, যা 'সাইট স্কিম — মোড ২এ, ট্রাঞ্চ ১'-এর আওতায় পড়ে। ৭ জুন ২০২৪ তারিখে জারি হওয়া এই টেন্ডারের জন্য বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৬ জুন ২০২৫। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এসইসিআই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে সবুজ অ্যামোনিয়া উৎপাদকদের সঙ্গে অফটেক চুক্তি স্বাক্ষর করবে, যার ফলে উৎপাদকদের জন্য ১০ বছরের বাজার নিশ্চয়তা তৈরি হবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্পটির আর্থিক বাস্তবতা নিশ্চিত করতে জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় উৎপাদনভিত্তিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছেযার মধ্যে প্রথম তিন বছরে যথাক্রমে ৮.৮২/কেজি, ৭.০৬/কেজি এবং ৫.৩০/কেজি হারে সহায়তা মিলবে, মোট অর্থায়ন ১,৫৩৩.৪ কোটি টাকা। এ ছাড়াও, সার কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে অর্থপ্রদানে দেরি হলে তা মোকাবিলার জন্য একটি শক্তিশালী পেমেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম রাখা হয়েছে। বর্তমানে অ্যামোনিয়া, যা ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেনভিত্তিক সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, তা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, যার ফলে উচ্চ মাত্রায় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ঘটে। এসইসিআই-এর এই নতুন টেন্ডার নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে সবুজ হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়া উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে, যা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনের সময় প্রতি কেজিতে ২ কেজিরও কম সিও নিঃসরণ হয়, যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে (গ্রে হাইড্রোজেন) এটি প্রায় ১২ কেজি সিও পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ভারত বছরে প্রায় ১৭ থেকে ১৯ মিলিয়ন টন অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে, যার মধ্যে অধিকাংশই আমদানিকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। এই টেন্ডারের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে, বৈশ্বিক গ্যাস দামের ওঠানামার প্রভাব হ্রাস পাবে এবং দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর দিকেও এটি একটি বড় পদক্ষেপ হবে। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ দেশীয় শিল্প ও কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত খুলবে এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়েও সার উৎপাদন ব্যবস্থা আরও স্থিতিশীল থাকবে।

এই টেন্ডার সবুজ হাইড্রোজেন অর্থনীতির দীর্ঘদিনের 'চিকেন-অ্যান্ড-এগ' সমস্যার সমাধান দেবে, যেখানে সরবরাহ ও চাহিদাদু'টোকেই একসাথে সক্রিয় করা হচ্ছে। এটি সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন, ইলেকট্রোলাইসার উৎপাদন এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগ ভারতের ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো কার্বন নিঃসরণ অর্জনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং 'বিকসিত ভারত'একটি উন্নত, টেকসই ও আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে। এসইসিআই টেন্ডার প্রক্রিয়াটি ই-রিভার্স অকশন মডেলের মাধ্যমে পরিচালনা করবে, যার ফলে স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হবে। এই ঐতিহাসিক টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সংস্থাগুলোকে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন এসইসিআই পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবনী ও বৈশ্বিক প্রভাব বজায় রাখতে পারে।

১১ বছরে খনি খাতে ঐতিহাসিক রূপান্তর: স্বচ্ছ নিলাম কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় ও দ্রুত অনুমোদনই মূল চাবিকাঠি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: ভারতের খনি খাত গত ১১ বছরে ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী জি. কিষাণ রেড্ডি এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যে স্বচ্ছ নিলাম প্রক্রিয়া, কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা এবং দ্রুত লাইসেন্স ও অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে খনি খাতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

সম্প্রতি, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার পটাশ ব্লক নিলামে তোলা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো কৃষিতে ব্যবহৃত সার আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। খনিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য সরকার বিগত এক দশকে ধারাবাহিক সংস্কার এনেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন -এ একাধিক সংশোধন আনা হয়েছে। এর ফলে, এখন পর্যন্ত ৫০০টিরও বেশি খনিজ ব্লক নিলামে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৯টি ব্লক নিলাম হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, সরকারের এই উদ্যোগে বেসরকারি খাত এখন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ৫০ বছরের একরূপ খনি ইজারা, নবায়ন প্রক্রিয়ার বাধা অপসারণ, ক্লিয়ারেন্স স্থানান্তর সহজীকরণ এবং নতুন এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্স প্রবর্তনের ফলে এমএসএমই ও স্টার্টআপদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খনি খাতে পূর্বনির্ধারিত কাঠামো গড়ে তুলতে ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্রাস্ট, ন্যাশনাল জিওসায়েন্স ডেটা রিপোজিটরি, ড্রোন সার্ভে, মাইনিং টেনেমেন্ট সিস্টেম ও ফেসলেস রিটার্ন ফাইলিং চালু হয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে এবং খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারের "ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন"-এর মাধ্যমে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যেমন লিথিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল ও রেয়ার আর্থ উপাদানগুলোর পুনঃব্যবহার ও রিসাইক্লিং ভিত্তিক একটি সার্কুলার ইকোনমি গড়ে তোলা হচ্ছে। আর্জেন্টিনায় লিথিয়াম খনি অধিগ্রহণ ও বিশ্বজুড়ে কাবিল-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত খনিজ সম্পদভাণ্ডার বিস্তৃত হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতার ফলে রাজ্যগুলি নিলাম প্রিমিয়াম ও রয়্যালটি বাবদ প্রায় ৪ লক্ষ কোটি আয় করেছে। স্টেট মাইনিং ইনডেক্স, মাইনিং মন্ত্রীদের কনক্লেভ এবং স্টেট মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্রাস্টের মতো উদ্যোগ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় গঠিত ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টগুলিও রাজ্য প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

খনি চালুর প্রতিটি ধাপে সময় হ্রাস করতে "মিশন মোড"-এ কাজ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় খনি ইজারা, অনুমোদন এবং অপারেশনালাইজেশনের প্রতিটি স্তরে শিল্প সংস্থাগুলিকে 'হ্যান্ড-হোল্ড' করছে। একই সঙ্গে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য 'সেন্টারস অফ এক্সেলেন্স' গঠনের কাজ চলছে। খনির ইতিহাসে প্রথমবার স্টার্টআপদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যাতে তারা খনিজ অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াকরণে গবেষণায় এগিয়ে আসতে পারে।

মন্ত্রী জি. কিষাণ রেড্ডি জানান, ভারত যখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে তৃতীয় স্থানে এগোতে প্রস্তুত, তখন একটি আধুনিক, টেকসই এবং উদ্ভাবনী খনি খাত দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পকে শক্তি জোগাবে এবং ভারতকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ওড়িশার গভর্নরের উদ্বেগজনক পর্যবেক্ষণ: "কেন্দ্রীয় কল্যাণ প্রকল্প সম্পর্কে ৯৫ শতাংশ মানুষ এবং বহু সরকারি কর্মচারীও অজ্ঞ"

ভুবনেশ্বর, ২৩ জুন: ওড়িশার রাজ্যপাল হরি বাবু কম্ভম্পাটি সোমবার এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণ প্রকল্প সম্পর্কে ওড়িশার প্রায় ৯৫ শতাংশ সাধারণ মানুষ অবগত নন। শুধু সাধারণ মানুষই নন, রাজ্যের অনেক সরকারি কর্মকর্তাও এসব প্রকল্প সম্পর্কে জানেন না বা যথাযথ তথ্য রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। রাজ্যপাল এ বিষয়টিকে 'গভীর উদ্বেগের কারণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

গভর্নর হরি বাবু জানান, সম্প্রতি তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানকার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরকারি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমি যখন জেলাস্তরের বৈঠকে কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করি, তাঁরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেন না। এটা আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের তথ্য-গ্যাপের ইঙ্গিত দেয়। ফলে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছাচ্ছে না।"

তিনি উল্লেখ করেন, এই অজ্ঞতার কারণে বিপুল সংখ্যক যোগ্য নাগরিক এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নিরাপত্তা, পেনশন, বিমা, গৃহনির্মাণ, কৃষি সহায়তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পের বাইরে রয়েছেন।

গভর্নর বলেন, "এই প্রকল্পগুলোর অনেকগুলির জন্য খুব সামান্য প্রিমিয়াম দিতে হয়কিছু প্রকল্পে মাসে ১ টাকা বা ১২ টাকা চাঁদা দিলেই মানুষ সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানুষের মধ্যে সে সচেতনতা তৈরি হয়নি।" তিনি বলেন, 'যদিও অনেক সময় মানুষ কিছু শুনেছেন, কিন্তু কিভাবে প্রকল্পে যুক্ত হবেন বা কোথায় আবেদন করবেন, তা জানেন না। এমনকি শিক্ষিত সমাজের মাঝেও এই অজ্ঞতা দেখা যায়। আমি যদি একটি সভায় জিজ্ঞেস করি, 'এবিসি প্রকল্পে ক'জন অংশ নিয়েছেন?'তখন দেখা যায় ৫ শতাংশ মানুষও হাত তোলেন না।'

রাজ্যপাল বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এখন অনেক সরকারি প্রকল্পে নাম লেখানো যায় বা সুবিধা পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষাপটে, সাইবার নিরাপত্তা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, "মানুষের মধ্যে ডিজিটাল সচেতনতা না থাকলে তারা সহজেই প্রতারণার শিকার হতে পারেন। তাই ডিজিটাল লিটারেসি এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়।"

গভর্নর বলেন, প্রশাসনের দায়িত্ব প্রকল্পগুলোর প্রচার কার্যকরভাবে পরিচালনা করা। বিশেষ করে পঞ্চায়েত স্তরের কর্মকর্তাদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা মানুষের কাছে প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি বলেন, "জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো প্রকল্প সফল হতে পারে না। নীতি প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

এ বিষয়ে বিশিষ্ট সামাজিক কর্মী জগদানন্দ বলেন, "সরকার প্রকল্প নিচ্ছে, আবার নতুন সরকার এলে পুরনো প্রকল্প বদলে নতুন প্রকল্প চালু হয়। আজ এমন কোনও সমস্যা নেই, যার জন্য সরকার প্রকল্প তৈরি করেনি। কিন্তু, সমস্যা হলো, এই প্রকল্পগুলির তথ্য অনেক সময় পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় না।"

তিনি আরও বলেন, "পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা তৈরি না হলে প্রকল্পগুলোর সুফল মানুষ পাবে না। তাই রাজ্যপাল যদি এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাহলে সেটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।"

রাজ্যপালের এই মন্তব্য স্পষ্ট করে দেয়, নীতিনির্ধারণের পাশাপাশি এখন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলোতথ্য প্রচার এবং সাধারণ মানুষকে প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করা। তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল অবকাঠামো শক্তিশালী করার মাধ্যমে সরকার যদি এই সচেতনতার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারে, তবেই প্রকৃতপক্ষে 'সবার জন্য উন্নয়ন' সম্ভব হবে।

'চিরকাল কৃতজ্ঞ': হিটম্যান রোহিত শর্মা এক রহস্যময় পোস্টে অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত

মুম্বাই, ২৩ জুন: ভারতের ক্রিকেটের আধুনিক দিনের অন্যতম মহান ব্যাটসম্যান, হিটম্যান রোহিত শর্মা সোমবার এক রহস্যময় ইনস্টাগ্রাম পোস্ট শেয়ার করেছেন, যা তার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন শুরু করেছে। পোস্টটি ছিল তার আন্তর্জাতিক অভিষেকের বার্ষিকী উপলক্ষে, যা ২০০৭ সালের ২৩ জুন বেলফাস্টে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছিল।

রোহিত শর্মা তার পোস্টে লিখেছেন: "চিরকাল কৃতজ্ঞ ২৩.০৬.০৭", যা অনেকেই তার দীর্ঘ ওডিআই ক্যারিয়ারের শেষের ইঙ্গিত হিসেবে নিয়েছেন। এই পোস্টের মাধ্যমে তিনি নিজের অভিষেক দিনটির স্মৃতিচারণ করেছেন, যা ছিল তার ক্রিকেট জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। রোহিত শর্মার এই আবেগময় পোস্টের পর, অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষক এবং ভক্তরা ধারণা করছেন যে তিনি একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারেন।

রোহিত শর্মার কিংবদন্তি ওডিআই ক্যারিয়ার: ১৮ বছরের অসাধারণ সাফল্য

ম পরিচিত, তার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০৭ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক হওয়া এই ব্যাটসম্যান, ২০ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রবেশ করলেও, তিনি দ্রুত নিজের নাম সারা বিশ্বের ক্রিকেট মহলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

একটি প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি শুধু ভারতেই নয়, পুরো বিশ্বে তার খেলার ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়েছেন। রোহিত শর্মা তার ব্যাটিংয়ে এক ধরনের নিখুঁত কমনীয়তা এবং টাইমিং প্রদর্শন করেছেন, যা তাকে ক্রিকেট দুনিয়ায় এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

রোহিত শর্মার ওডিআই ক্যারিয়ার ছিল ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে লেখা। তিনটি দ্বিগুণ সেঞ্চুরি, যার মধ্যে একটি বিশ্ব রেকর্ড ২৬৪ রানের ইনিংস শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, তাকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছে ওডিআই ক্রিকেটে। এই তিনটি দ্বিগুণ সেঞ্চুরি ছাড়াও, তার ব্যাটিং স্টাইল এবং বড় ইনিংস গড়ার ক্ষমতা তাকে এক অনন্য খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তিনি ভারতের হয়ে একাধিক সিরিজ জয়ী অধিনায়কও ছিলেন, যার মধ্যে ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, ২০১৮-১৯ এর এশিয়া কাপ এবং আরও অনেক সিরিজ অন্তর্ভুক্ত। তার ব্যাটিং এবং নেতৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে রোহিত ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন। এছাড়াও, রোহিত শর্মা বর্তমানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএলে তার প্রতিভা প্রদর্শন করছেন। ২০২৫ আইপিএলে রোহিত শর্মা বেশ ভালো ফর্মে ছিলেন এবং তার পারফরম্যান্স ভক্তদের মধ্যে একটি ভালো প্রভাব ফেলেছে। যদিও রোহিত শর্মা এখনও পর্যন্ত তার অবসর গ্রহণের কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি, তবে তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি যে বড় ধরনের কোনো সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিতে পারে, তা সবার মনেই প্রশ্ন তৈরি করেছে। রোহিত শর্মার ওডিআই ক্যারিয়ারে তিনটি দ্বিগুণ সেঞ্চুরি (২০০, ২৬৪ এবং ২০৩) তাকে বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে স্থান দিয়েছে, যিনি এই কীর্তি স্থাপন করেছেন। তার ২৬৪ রানের ইনিংসটি এখনও পর্যন্ত ওডিআই ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান। এই অভূতপূর্ব কীর্তির মাধ্যমে রোহিত শর্মা এক নতুন মাত্রায় একদিনের ক্রিকেটকে নিয়ে গেছেন। এছাড়াও, ১০,০০০ রানের ক্লাবেও তিনি প্রবেশ করেছেন, যা তাকে বিশ্বমানের এক ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে রোহিত শর্মার ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে, তার স্নায়ু এবং শারীরিক সক্ষমতা এখনও তুঙ্গে, তবে তার এই পোস্টটি অনেকেই এর সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, রোহিত শর্মার এই আবেগময় পোস্টটি হতে পারে তার একটি অধ্যায়ের শেষের প্রস্তুতির সূচনা।

ইন্দোর-ভুবনেশ্বর ইন্ডিগো ফ্লাইটে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দেরিতে উড্ডয়ন

ভুবনেশ্বর, ২৩ জুন : ইন্দোর-ভুবনেশ্বর ইন্ডিগোর ফ্লাইট নম্বর "৬ক্ক৬৩৩২" সোমবার (২৩ জুন, ২০২৫) একটি ছোট প্রযুক্তিগত ত্রুটি সনাক্ত হওয়ার কারণে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে উড্ডয়ন করেছে। বিমানটি যখন রানওয়ে দিকে যাত্রা শুরু করছিল, তখন পাইলটরা একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি লক্ষ্য করেন।

দেবী আহিল্যাবাই হোলকর এয়ারপোর্টের পরিচালক বিপিন কান্ত সেথ জানান, ফ্লাইটটির পাইলটরা যখন রানওয়ে দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই ত্রুটিটি সনাক্ত করা হয়। এরপর বিমানের জন্য প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ শুরু হয়, এবং এক ঘণ্টা দেরিতে সকাল ৯টার পরিবর্তে ১০:১৬ টায় উড্ডয়ন শুরু করে।

তিনি জানান, বিমানটি রানওয়ের দিকে যাচ্ছিলো, তখন তা ফের এপ্রনে ফিরিয়ে আনা হয় এবং টেকনিশিয়ানরা ত্রুটিটি মেরামত করেন। তবে, যাত্রীদের বিমানের ভিতর থেকে নামানো হয়নি। বিমানটির মধ্যে ১৪০ জন যাত্রী ছিলেন।

এছাড়া, গত রবিবার চণ্ডীগড় থেকে লখনউ যাওয়ার পথে ইন্ডিগোর আরেকটি ফ্লাইটও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে স্থগিত হয়েছিল। ফ্লাইট নম্বর "৬ক্ক-১৪৬" সকাল ৭:১০ টায় উড্ডয়ন করার কথা ছিল, তবে রানওয়ে দিকে চলার সময় পাইলট একটি ত্রুটি শনাক্ত করেন। তখনই বিমানটি ফের পার্কিং এলাকায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দেশের অখণ্ডতার রক্ষাকর্তাকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শ্রদ্ধাঞ্জলি: শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: আজ ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষে জাতির পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেগঘন দিন হিসেবে পালন করা হল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, "ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে তাঁর বলিদান দিবসে কোটি কোটি নমন। তিনি দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় অতুলনীয় সাহস ও পুরুষার্থের পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতি নির্মাণে তাঁর অমূল্য অবদান চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে।" প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ এই বার্তা পোস্ট করেন।

ড. মুখার্জির আত্মবলিদান ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লির শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পার্কে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব, সহ অনেক সাংসদ, বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের সবাই মিলে ড. মুখার্জির মূর্তিতে মাল্যদান করেন ও স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "ড. মুখার্জি এক কঠিন রাজনৈতিক সময়ে দৃঢ়তা এবং নীতির প্রতীক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের অনেক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন, বিশেষ করে পণ্ডিত নেহরুর সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল। তবুও, তিনি মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের প্রথম জাতীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে বাবাসাহেব আম্বেদকরও ছিলেন।"

তিনি আরও বলেন, "১৯৫৩ সালে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সেখানে প্রবেশ করেন। তাঁর এই আন্দোলন ছিল 'এক দেশ, এক বিধান' নীতির বাস্তবায়নের পক্ষে এক সাহসী পদক্ষেপ। এটি ছিল ভারতীয় সংবিধান ও একতার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।"

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আজ আমরা যে গণতান্ত্রিক শক্তির ভিত গড়ে তুলেছি, তা ড. মুখার্জির ত্যাগ ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন এমন এক যোদ্ধা, যিনি জাতীয় ঐক্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজকের যুব সমাজের উচিত তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নেওয়া।"

বিজেপি দিল্লি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব বলেন, "ড. মুখার্জি ছিলেন এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, একজন দেশপ্রেমিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি কেউ ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক স্বার্থে আত্মত্যাগের প্রকৃত অর্থ বুঝতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির জীবন সম্পর্কে পড়া উচিত।"

অনুষ্ঠানে একটি প্রতীকী কর্মসূচি হিসেবে, ধর্মেন্দ্র প্রধান ও রেখা গুপ্তা একটি বৃক্ষরোপণ করেন, যা ড. মুখার্জির দীর্ঘমেয়াদী আদর্শ ও ভাবনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই কর্মসূচি আগামী প্রজন্মকে পরিবেশ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীলতার বার্তা বহন করে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উল্লেখ করেন, "১৯৫৩ সালে ড. মুখার্জি যে প্রশ্ন তুলেছিলেনএক দেশে দুটি আইন কেন থাকবেসেই প্রশ্নই তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশের পথে নিয়ে যায় এবং পরে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর সেই ত্যাগকে সম্মান জানাতে ৭২ বছর পর ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়। এটি ছিল তাঁর আদর্শের প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও লখনউ-তে এক অনুষ্ঠানে ড. মুখার্জিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "ড. মুখার্জি ছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্প নীতি গঠনের অন্যতম স্তম্ভ। তিনি ছিলেন এক বিদ্বান, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা, যিনি 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস আজ শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং তা এক মূল্যবান শিক্ষাযেখানে আত্মত্যাগ, আদর্শ, এবং জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতার সংজ্ঞা প্রতিফলিত হয়।

পুরী রথযাত্রা ২০২৫: "কোঠো ভোগ"-এর জন্য ব্যবহার হবে জৈব "অমৃত আন্না" চাল; "অমৃত আন্না" প্রকল্পের প্রস্তাব

পুরী, ২৩ জুন: পুরীর ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ২০২৫-এ এবার একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রথাগত মহাপ্রসাদ প্রস্তুতিতে পরিবেশবান্ধব পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শ্রী জগন্নাথের কোঠো ভোগ (বিশেষ প্রসাদ) তৈরি করতে ব্যবহার করা হবে জৈব 'অমৃত আন্না' চাল। এই সিদ্ধান্তটি গতকাল শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের শ্রী জগন্নাথ ধাম প্রধান আরবিন্দ পাধী কর্তৃক একটি সরকারি বৈঠকে নেওয়া হয়েছে।

পুরী রথযাত্রা ২০২৫-এ এই নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে, অমৃত আন্না প্রকল্পের অধীনে মহাপ্রসাদ প্রস্তুতির জন্য জৈব চাল ব্যবহৃত হবে, যা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। ঘি সরবরাহ করবে রাজ্য মালিকানাধীন ওডিশা মিল্ক ফেডারেশন ওএমএফইডি।

পুরী রথযাত্রার সময় শ্রী জগন্নাথের কোঠো ভোগ প্রস্তুতির জন্য অমৃত আন্না চাল ব্যবহৃত হবে। এই বিশেষ প্রসাদটি শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের আদাপা মন্দিরে শ্রী জগন্নাথকে নিবেদন করা হবে। এই চালটি প্রগতি সংস্থা, যা কোরাপুট এলাকার একটি জৈব কৃষি সংগঠন, থেকে সরবরাহ করা হবে। পুরী মন্দিরে মহাপ্রসাদ প্রস্তুতির জন্য অমৃত আন্না চাল ব্যবহার শুরু করার জন্য ওডিশা সরকার একটি বিশেষ প্রকল্প প্রস্তাব করেছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ তৈরি করতে জৈব চাল ব্যবহৃত হবে। মন্দিরের সেবকরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এতে পরিবেশের ক্ষতি না করে শুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর উপকরণ ব্যবহার করা হবে।

সোমবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

সোনামুড়ায় মহিলার উপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় নয়া মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ জুন : সোনামুড়া এন.সি. নগরের প্রবাসী স্ত্রী রুবিনা আক্তারের উপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় এবার এক চাঞ্চল্যকর মোড় সামনে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি পুরনো অপহরণ মামলা ধামাচাপা দিতে ব্যর্থ হয়ে রুবিনা আক্তার এবং তার প্রেমিক ভাগ্নে হুমায়ুন কবির নিরপরাধ তিন ভাই সুমন মিয়া, রুবেল হোসেন এবং তাদের ছোট ভাইকে অ্যাসিড হামলার মতো একটি গুরুতর মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাঁশপুকুর বাজার থেকে স্কুলে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাইয়ের নাবালিকা মেয়েকে রুবিনা আক্তার এবং হুমায়ুন কবির একটি গাড়িতে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

পারিবারিক সম্পর্কের সুবাদে রুবিনা আক্তার রুবেল হোসেনের নাবালিকা মেয়েকে গাড়িতে তুলে একপ্রকার ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান করে অপহরণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার থানায় দ্বারস্থ হলে তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণ জেলার মনু থেকে অপহরণকারী হুমায়ুন কবির ও রুবিনা আক্তারকে নাবালিকা মেয়েসহ উদ্ধার করা হয়। অপহরণ মামলায় হুমায়ুন কবিরকে জেল খাটতে হয়। পরবর্তী সময়ে জামিনে বেরিয়ে এসে তিনি ওই পরিবারের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন এবং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। একপর্যায়ে মামলা শেষ করার জন্য ওই নাবালিকার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।কিন্তু মেয়ের জেঠু অর্থাৎ বড় ভাই সুমন মিয়া এতে রাজি হননি। এরপর থেকেই তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। চলতি মাসের ১০ ও ১২ তারিখে সোনামুড়া কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। অভিযুক্তরা তাদের আদালতে না যেতে এবং কোনো সাক্ষী না দিতে হুমকি দেয়, অন্যথায় তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়।এর মধ্যেই এক গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে রুবিনা আক্তারকে অ্যাসিড হামলায় আহত করে ওই তিন নিরপরাধ ভাইকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, অ্যাসিড হামলায় আহত রুবিনা আক্তারের বাড়ি ভারত-বাংলা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার একদম কাছে, যেখানে সন্ধ্যা ৬টার পর বিএসএফের পক্ষ থেকে কাউকে চলাচলের অনুমতি নেই। অথচ এই অ্যাসিড হামলাটি হয় রাত প্রায় এগারোটায়। তাহলে অভিযুক্তরা কীভাবে সেখানে গেল, তা নিয়েও বড় ধরনের প্রশ্ন উঠছে।যাদের নামে অ্যাসিড হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে যে, তারা যেন বিষয়টি সঠিকভাবে তদন্ত করেন এবং প্রকৃত সত্য সবার সামনে তুলে ধরেন। এই ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি উঠেছে।

খালি বাড়ীতে চোরের হানা, শহরে পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন:সন্ধ্যারাতে খালি বাড়িতে ঘর ফাঁকা করে দিয়ে যায় চোর।সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন গৃহিণী। আগরতলা পূর্ব থানা এলাকার বনকুমারি হাসপাতাল পাড়া এলাকায় চোরের দল ঘর থেকে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা সহ বাড়ির জরুরী কাগজ পত্র নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় আগরতলা পূর্ব থানায়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।বাড়ির মালিক বিশ্বনাথ ঘোষ জানান তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় চোরের উপদ্রব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেলপথেও বিচ্ছিন্ন

● প্রথম পাতার পর

চিন্তাভাবনা হবে। তবে তাঁর আশঙ্কা, পরিস্থিতি দেখে খুব সহসা রেল পরিষেবা ওই রুটে চালু করা সম্ভব হবে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। ২৩ জুনের বাতিল হওয়া ট্রেনের মধ্যে রয়েছে ট্রেন নম্বর ১৫৬১৫ (গৌহাটি — শিলচর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১৫৬১১ (রঙিয়া — শিলচর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১৫৬১৭ (গৌহাটি — দুল্লভছড়া) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১৫৬১২ (শিলচর — রঙিয়া) এক্সপ্রেস এবং ২৪ জুনের ট্রেন নম্বর ১৫৬১৮ (দুল্লভছড়া — গৌহাটি) এক্সপ্রেস ও ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৭ (নাহারলাগুন — শিলচর) বিশেষ ট্রেন। এছাড়া ২৪ জুন মাঝপথেই যাত্রা সমাপ্ত করা হবে। তাতে রয়েছে, ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৮ (শিলচর — নাহারলাগুন) বিশেষ ট্রেন ২৩ জুন নিউ হরঙ্গাজাওয়েতে সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত হবে। ট্রেন নম্বর ১২৫১৩ (চারলাপল্লি — শিলচর) এক্সপ্রেস ২১ জুন লামডিং-এ থেমে যাবে। ট্রেন নম্বর ১২৫০১ (কলকাতা — আগরতলা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ২২ জুন গৌহাটি-তে থেমে যাবে। ট্রেন নম্বর ২০৫০১ (আগরতলা — আনন্দ বিহার টার্মিনাল) তেজস এক্সপ্রেস ২৩ জুন বদরপুরে থেমে যাবে। ট্রেন নম্বর ১২৫১৯ (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস — আগরতলা) এক্সপ্রেস ২২ জুন গৌহাটি-তে থেমে যাবে এবং ট্রেন নম্বর ১৩১৭৫ (শিয়ালদহ — শিলচর) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ২৩ জুন লামডিং-এ থেমে যাবে। এদিকে, ট্রেন নম্বর ১৪০৩৭ (শিলচর — নিউ দিল্লি) পূর্বোত্তর সম্প্রীতি এক্সপ্রেস ২৩ জুন যাত্রা শুরু করার কথা থাকলেও এখন তা ২৪ জুন সকাল ৬:০০টায় যাত্রা শুরু করবে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের অনুরোধ করেছে, তাঁরা যাত্রার আগে সংশ্লিষ্ট তথ্য রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে যাচাই করে নিন।প্রসঙ্গত, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বদরপুরস্থিত গ্যামন সেতু এবং তৎসংলগ্ন সড়ক সংস্কারের কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য হলেও ভাঙারপাড়ের হাংরাং নদির উপর সেতু ভেঙ্গে পড়ার কারণে গত কয়েকদিন ধরে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল ব্যহত হচ্ছে। তাতে, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামের শতশত পণ্যবাহী গাড়ি জাতীয় সড়কে ঠাঁয় দাড়িয়ে রয়েছে।

অফিস ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।সূত্র অনুযায়ী, রাজ্য সরকার পেনশনের বরাদ্দ টাকা টিটিএএডিসি-কে দিয়েছিল এবং সেই টাকা পাওয়ার পরে স্যানকশন লেটারও ইস্যু করা হয়। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে সেই টাকা পেনশন প্রাপকদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। ক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের দরবারেও হাজির হন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত বা আর্থিক সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ।

সোমবার বিক্ষোভ শেষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এডিসি প্রশাসনকে ৭ দিনের সময়সীমা দেন। পেনশনের টাকা না পেলে, তারা আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছে।

পরিবহনমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

হবে। তিনি বলেন, রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের প্রচেষ্টার পাশাপাশি মানুষের ইতিবাচক সচেতনতায় সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা হলে মানুষের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আশাব্যক্ত করেন আগামীদিনে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা আরও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করা যাবে।

বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে "সড়ক দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প ২০২৫" নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচির উপরও আলোকপাত করেন। আজকের বৈঠকে এছাড়াও পরিবহণ দপ্তরের সচিব ইউ. কে. চাকমা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, ডি. আই, জি. মনচক ইপ্পার, ট্রাফিক পুলিশের এস. পি. কান্তা জাঙ্গির সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং পরিবহণ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বাইক

● আটের পাতার পর

মালিক অমিত দেবনাথ। তিনি জানান,ধর্মনগর পদ্মপুর এলাকায় বিজেপি পার্টি অফিস সংলগ্ন একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত তিনি। সেখানেই অফিসের নিচে পার্কিং করা ছিল তাঁর টিভিএস কোম্পানির মোটরবাইকটি, যার নম্বর টিআর০৫-সি-৯১৩২, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় বাইকটি। খোঁজ না পেয়ে তিনি থানায় জিডি এন্ট্রি করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বাইকের সন্ধান চেয়ে পোস্ট দেন।অবশেষে সোমবার সকালে বাইকের খোঁজ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং দাবি করেন সেটি তারই বাইক। পুলিশ বাইকটি থানায় নিয়ে গিয়ে যথাযথ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জানা যায়,অমিত দেবনাথের বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায়। এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তার সন্ধানে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

গুরুতর এক

● আটের পাতার পর

সে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার শরীরের উপর দিয়ে গাড়িটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা সেই গাড়িটিকে আটক করে। খবর পাঠানো হয় ইরানি থানায়। ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে গাড়ির চালক এবং গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে গাড়ির চালক ইরানি থানার হেফাজতে রয়েছে। অন্যদিকে মাজিদ আলিকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মাজিদ আলীর মাথায় এবং হাতে গুরুতরভাবে আঘাত লাগে। তার অবস্থার সংকটজনক।

চুরি

● আটের পাতার পর

শুরু করে বিলোনিয়া শহরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাতের বেলা বিলোনিয়া থানা ও দক্ষিণ জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। যেহেতু বিলোনিয়া দক্ষিণ জেলার জেলা সদর তাই এখানে পুলিশি ব্যবস্থা অনেকটা আঁটোসাঁটো থাকার কথা।

কিন্তু সেখানে একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিলোনিয়া থানার উল্টোদিকে অর্থাৎ একশো মিটার দূরত্বের মধ্যে এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বিকেআই ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ কুলেন্দ্র ত্রিপুরা জানান যেহেতু বিদ্যাজ্যোতি স্কুল তাই শুক্রবারে বিদ্যালয় বন্ধ করে যাওয়ার পর আজ সোমবার যখন স্কুলে আসে তখন এই ঘটনা দেখতে পায়। তিনি চুরির বিষয়ে তুলে ধরে বলেন নিশ্চিত এটা কোন ছোটখাটো ছিঁচকে চোরেদের কাজ নয় প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত চোরদের কাজ এটা। পুলিশ যাতে সঠিকভাবে তদন্ত করে চোরেদের বের করে শাস্তি প্রদান করতে পারে সেই দাবি জানান। পাশাপাশি বিলোনিয়া সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক বিমল দাস এই চুরির ঘটনা তুলে ধরেন। বিলোনিয়া পুরো পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ এই ঘটনাটি দুঃখজনক বলে বলেন এটা পুলিশের বিরুদ্ধে চোর এদের একটা চ্যালেঞ্জ। প্রশাসনকে চোরেদের হুমকি এটা। রাতের বেলায় বিলোনিয়া শহরে পুলিশের ভূমিকা ও তৎপরতা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি। বলেন পুলিশকে দিনের বেলা যতটা তৎপরতা দেখা যায় রাতের বেলা কিন্তু তার ঠিক উল্টো। গভীর রাতে শহরে কারা চলাচল করে তাদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব পুলিশের বলে তিনি মন্তব্য করেন। যদিও এই ব্যাপারে পুলিশ এখনো পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। এখন দেখার বিষয় এই ক্ষেত্রে পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শহরের নাগরিকদের জীবন সম্পত্তির রক্ষায় ও নিরাপত্তা দিতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

থানায় মামলা

● প্রথম পাতার পর

অস্বীকৃতি জানালে তাদের উপর শারীরিক হামলা চালানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় শ্রমিকরা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান এবং স্থানীয় এক বাসিন্দার সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হামলায় আহত শ্রমিকদের পরে হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়।ঘটনার পরই ভুক্তভোগী ঠিকাদার বিক্রম দেববর্মা কল্যাণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করার পাশাপাশি, দ্রুত তাদের গ্রেফতার ও নির্মাণস্থলে পুলিশের নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার দাবি জানান, যাতে সরকার ঘোষিত উন্নয়ন প্রকল্প নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।প্রসঙ্গত, এই নির্মাণস্থলে কর্মরত বহিরাজ্যের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন এলাকায় কাজ করার ফলে স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমেই হামলাকারীদের পরিচয় জানতে পেরেছিলেন বলে জানা গেছে।পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর মহারানীপুর ও সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বাধা সৃষ্টি করে যে গোষ্ঠী আইনকে হাতে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেন দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর

হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, ত্রিপুরা সরকার এবং সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এই কার্যকর ও বাস্তবিক পূর্ণ স্বাক্ষরতা রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা নেবে।

বামের পতন

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস ও বিজেপি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। ওই আসনে তৃণমূল ১০২১৭৯, বিজেপি ৫২৪২৪ এবং কংগ্রেস ২৮২৬২ ভোট পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, কালিগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের বড় ব্যবধানে জয় শাসক দলের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা ধরে রাখার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত, যা তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও, কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ভোট ভাগাভাগি এবং তৃণমূলের কাছে তাদের পরাজয় রাজ্যের বিরোধীদলের দুর্বলতা ও বিভাজনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে বিজেপির প্রচার ও কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তাদের পিছিয়ে পড়া রাজনীতিতে তৃণমূলের আধিপত্যের প্রমাণ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই জয় তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে মনোবল বাড়াবে এবং দলের উন্নয়নমুখী নীতির প্রতি ভোটারের আস্থা বাড়াবে। পাশাপাশি, বিরোধীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে। সবচেয়ে তাতর্যপূর্ণ বিষয় হল, কালিয়াগঞ্জের সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটারের উচ্চ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তৃণমূল ধর্ম ও জাতি বিবেচনা না করে কাজ করার ভাবমূর্তি বজায় রেখেছে, যা দলের বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির পরিচয় দেয়। সার্বিকভাবে, কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের জয় পশ্চিমবঙ্গে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা বিরোধীদল ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। বিষাবাদর আসনে বিজেপি ২০০৭ সাল থেকে জয়ী হতে পারেনি, ফলে ১৮ বছরের এই জয়ের অভাব ছিল দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আপের গোপাল ইতালিয়া ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। ইতালিয়া ২০১৫ সালের পাতিদার আন্দোলনের সময় রাজ্যে পরিচিতি লাভ করেন, যা তাকে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে এবং ভোটারদের সমর্থন পেতে সাহায্য করে। বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন ও দুর্বলতা আপের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে যখন আগের আপ বিধায়ক ভূপেন্দ্র ভায়ানী বিজেপিতে যোগদান করেন, তখন আপ নতুন শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। আপের জনমুখী নীতি ও দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা গোপাল ইতালিয়ার বিজয়ের পেছনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সব কারণ মিলিয়ে গুজরাটের বিষাবাদরে আপের গোপাল ইতালিয়ার বিজয় একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই নির্বাচনী ফলাফলগুলি মূলত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিক নির্দেশ করছে। বিশেষ করে গুজরাট ও কেরালার মতো রাজ্যে বিজেপির পারফরম্যান্স এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই ফলাফলগুলি তাদের রাজনৈতিক শক্তি ও কৌশল পর্যালোচনার সুযোগ দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেরালার নিলামবুরে কংগ্রেসের জয় ও গুজরাটের কাদিতে বিজেপির বিশাল জয় তাদের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলবে বলেই দাবি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের। এদিকে, কেরালার নিলামবুরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের জয় তাদের পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের অবস্থান শক্ত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ওয়ায়ানাড এলাকা হওয়ায় এই জয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, তা বলাইবাহুল্য।

গুজরাট ও পাঞ্জাবের উপনির্বাচনে আপের সাফল্য তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর পাশাপাশি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাদের এই পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা প্রসারের সম্ভাবনা নির্দেশ করছে, এমনটা অনেকেই মনে করছেন। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের জয় আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের শক্ত অবস্থানের প্রমাণ এবং বিরোধীদলের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে। সার্বিকভাবে, এই ফলাফলগুলি ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা ও কৌশলগত অবস্থানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আপাতত মনে হচ্ছে

বিধায়িকার হস্তক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

রোগীর জীবন নিয়ে খেলা করা হল?

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডঃ টি কে সরকার দীর্ঘদিন ধরেই তেলিয়ামুড়ার 'জনপ্রিয় মেডিকেল হল'-এ চেম্বারে বসে চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন। পূর্বেও তার বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ তুলেছিলেন। বেসরকারি এই ধরনের অবৈধ চিকিৎসা চেম্বার গুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনের নজরদারি প্রায় অনুপস্থিত থাকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এদিন সন্ধ্যায় ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সরাসরি জনপ্রিয় মেডিকেল হলে পৌঁছান। তিনি মেডিকেল হলের কর্ণধার সুজিত বণিকের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিস্তারিত ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে পুলিশ সুজিত বণিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সাংবাদিকদের বলেন, এই ধরনের ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। যারা চিকিৎসা করেন তারা মানুষের কাছে ভগবানের মতো। কিন্তু তারা যদি গরিব ও সরল মানুষদের সঙ্গে ছলনা করেন, প্রতারণা করেন, তাহলে তা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে।'

এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ অনির্বাণ ভৌমিক বলেন, রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফুসফুস থেকে জল বের করার চিকিৎসা চলছিল আগরতলার চিকিৎসক টি কে সরকারের অধীনে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে।'এই ঘটনা ফের একবার চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্ধকার দিক ও নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি চিকিৎসা চেম্বার ব্যবসার বিপদজনক চিত্র তুলে ধরল। কে নেবে এই অকাল মৃত্যুর দায়? চিকিৎসকের অবৈধ সিদ্ধান্ত, নাকি প্রশাসনের উদাসীনতা? গোটা তেলিয়ামুড়া আজ উত্তর খুঁজছে সেই প্রশ্নের।বর্তমানে মৃতদেহটি তেলিয়ামুড়া মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই প্রশাসন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

উদ্ধার প্রচুর বার্মিজ সিগারেট, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন : বাংলাদেশে পাচারকালে প্রচুর বার্মিজ সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল চন্দ্র দত্তের কাছে গোপন খবর আসে টিআর০৭বি১৫৭৪ নম্বরের ডি.আই গাড়ি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বার্মিজ সিগারেট বাংলাদেশে পাচারে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে পাচারকারীরা। তৎক্ষণাৎ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল চন্দ্র দত্ত গাড়ি নিয়ে ডি.আই গাড়িতে ধাওয়া করতে গেলে পাচারকারীর গাড়ি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের গাড়ি। পরবর্তী সময়ে হরিশ নগর চা বাগান সড়কে গাড়ি সহ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

এলাকাগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে। জনজাতিদের জমির পাট্টা প্রদান করা, জনজাতি এলাকার বিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আওয়াজ তোলা হবে।সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা বলেন, বিজেপি সরকার পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনকে তাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ম মন্তব্য করেছেন তিনি।উল্লেখ্য, আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ সপ্তগিরি শঙ্কর ওলাকার উপস্থিতিতে প্রদেশ নেতৃত্বদের নিয়ে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন, পরিষদীয় দল নেতা বিধায়ক বিরজিত সিনহা, সেক্রেটারি ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলক, আদিবাসী নেতা মনিদ্র রিয়াং, সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সভাপতি, ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষি ও উদ্যানপালনের সম্ভাবনা যাচাই করে আত্মনির্ভর ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম অধীনে ৪৭,৯৪৬ হেক্টরে উন্নত মানের ধান চাষ হবে, যেখানে কৃষকরা প্রতি হেক্টরে ৫,৬৫০ সহায়তা পাবেন। এছাড়া, ২৫,০০০ হেক্টরে হাইব্রিড ধানের চাষে প্রতি হেক্টরে ৯,০০০ করে সহায়তা দেওয়া হবে। লক্ষ্য হল আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করে প্রতি হেক্টরে অতিরিক্ত দুই মেট্রিক টন ফলন বৃদ্ধি করা।মন্ত্রী আরও জানান, ৫০০ হেক্টরে সুগন্ধি ধান, ১,০০০ হেক্টরে মসকালাই ও ৫০০ হেক্টরে আমন্ড প্রদর্শনীমূলক চাষ হবে। রুরাল অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে ২২৫টি পিগারি, পোল্ট্রি ও মাছের ছানার ইউনিট বিতরণ করা হবে। ইতিমধ্যে ৫২টি গ্রামীণ হাট উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ছাড়ে দেওয়া হবে, যার মধ্যে রয়েছে ৪৫,০০০টি সয়েল হেল কার্ড, ১,৫৫০টি পাওয়ার টিলার, ১,০০০টি পাম্পসেট, ৫,০০০টি স্প্রে মেশিন, ৩,০০০টি হুইং মেশিন, ১০ লক্ষ টাকার কৃষিযন্ত্রপাতি দিয়ে ১০০টি ফার্ম মেশিনারি ব্যাঙ্ক গঠন.উদ্যানপালন বিভাগ এই অর্থবছরে যে লক্ষ্যগুলি নিয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ১,৩০০ হেক্টরে নতুন ফলের বাগান, ৪৫৭ হেক্টরে ফুল চাষ, ১৮০ হেক্টরে মসলা চাষ, ৬০০ হেক্টরে পুরনো বাগানের সংস্কার, ৭,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমিতে পাম অয়েল চাষ।মন্ত্রী বলেন, রাজ্যজুড়ে নার্সারিগুলিতে ৭ লক্ষেরও বেশি পাম অয়েলের চারা প্রস্তুত করা হয়েছে। রবি মরশুমে ড্রুঙ্খ পদ্ধতিতে আলু চাষের জন্য ৪,০০০ জন কৃষককে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। স্ট্যাগার্ডপদ্ধতিতে ২,০০০ হেক্টরে আনারস চাষ হবে।আরবান হর্টিকালচার প্রকল্পের অংশ হিসেবে, শহরাঞ্চলের ৫,০০০টি পরিবারের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে চারটি করে নারিকেল গাছের চারা বিতরণ করা হবে।মন্ত্রী কর্মকর্তাদের ও জন প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন, উপযুক্ত সুবিধাভোগীদের দ্রুত নির্বাচন করে ৩০ জুনের মধ্যে খরিফ মরশুমের বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে।তিনি আরও বলেন, রাজ্যে এই প্রথম পানের চাষে প্রণোদনা দিতে সাবসিডি দেবে সরকার।বিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান-এর সাফল্য তুলে ধরে মন্ত্রী নাথ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করে 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গঠনে সকলে মিলিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

বাধা দেয়নি। যার ফলে এই অবৈধ সম্পর্ক অনেকটা গভীরে চলে যায়। গত কিছুদিন আগে ওই মহিলা অভিজিৎকে তার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু অভিজিৎ রাজি হয়নি। অবৈধ সম্পর্ক চলাকালীন অনেক ভিডিও রেকর্ডিং ওই মহিলার কাছে স্টোর করে রাখে। হুমকি দেয় যদি তাকে না নিয়ে আসে সেগুলি ভাইরাল করে দেবে। চাপ সহ্য করতে না পেরে অভিজিৎ সরকার চলতি মাসের ৫ তারিখ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে গতকাল গভীর রাতে জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। গোটা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে তিনবার ফাউন্ডেশন লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি আসেসমেন্ট টেস্ট (এসএলএনএটি) নেওয়া হয়েছে। এতে প্রথমবার ২০২৪ সালের ১৭ মার্চ এফ.এলএনএটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৫৯৭ জনের মধ্যে ৩ হাজার ৫৫৮/১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর ১৯, ১৭৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। যাদের মধ্যে ১৩,১০১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২০২৫ সালের ২৩ মার্চ এফ. এলএনএটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫.৮১৬ জনের মধ্যে ৫,৮১৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে সাক্ষরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের ২১ জুলাই দিল্লিতে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০'র তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উল্লাস-১ লোগো, জন জন সাক্ষর স্লোগান এবং মোবাইল অ্যাপের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বাস কর্মসুচির মূল ৫টি উপাদান সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজো উল্লাসের মাধ্যমে প্রতিটি ব্লক ও গ্রামে গড়ে উঠেছে ৯৪৩টি সামাজিক চেতনা কেন্দ্র। শিক্ষাদানের জন্য ২ হাজার ২২৮ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ গানচারী, কলেজ শিক্ষার্থী ও ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানেই থেমে থাকা আমাদের লক্ষা না। সাক্ষরতা হলো নতুন জীবনের দরজা খোলার চাবিকাঠি। আমরা চাই আমাদের নব সাক্ষর নাগরিকগণ দক্ষ, আত্মনির্ভর হোক। আজকের দিনটি একটি নতুন যাত্রার সূচনা। এটি ত্রিপুরার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রাজ্যের নাগরিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে মুখামন্ত্রী বলেন, ছ শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য দপ্তরগুলিকে যুক্ত করে এই মহতী উদ্যোগকে সার্থক করে তুলতে হবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের (প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা) অধিকর্তা প্রীতি মিনা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষা ও সমগ্র শিক্ষার রাজা প্রকল্প অধিকর্তা এন, সি. শর্মা। এয়াড়াও উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটি'র অধিকর্তা লালনুয়েমি ভার্লং। অনুষ্ঠানে উল্লাস নব-সাক্ষর কর্মসূচির উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ 'উল্লাস' নামক পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়াও নব-সাক্ষররা নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার নব সাক্ষরদের মধ্যে বেস্ট লার্নার-দের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে প্রদর্শিত স্টলগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং সাক্ষরতায় শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে সেরা জেলা হিসেবে উত্তর জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ভবনসত্রিপুরাকে হারিয়ে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির। যদিও নিয়ম রক্ষার ম্যাচ, লীগ পর্য্যায়ের অন্তিম খেলা বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ ডি এল এস মেথডে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির নয় রানের ব্যবধানে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির কে পরাজিত করেছে। সদর ভিত্তিক আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসরে লীগ পর্য্যায়ের তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রথম এবং শেষ জয় আগামী দিনে তাদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। টিসিএ আয়োজিত চার দলীয় এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ২৫ জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজ, সোমবার বেলা দুইটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। খেলা শুরুতে দেরি হওয়ার কারণে এমনিতেই ম্যাচ ১৫ ওভারে কমিয়ে আনা হয়।

সীমিত ১৫ ওভারে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের গার্লস টিম ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে দলনেত্রী আয়ুষী সাহার ৩০ রান এবং অস্মিতা রায়ের এগারো রান উল্লেখযোগ্য। উইকেট রক্ষক অভিজ্ঞা বর্ধন ১১ রানে অপরাজিত থাকে।

ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের স্নিগ্ধা পাল, দলনেত্রী সানিয়া খাতুন ও উক্তি দাস প্রত্যেক একটি করে উইকেট পেয়েছে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির এর গার্লস টিম ১২ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করতেই ফের বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। উক্তি দাস সর্বাধিক ১৩ রান পায়।

দলনেত্রী আয়ুষী সাহা ১৭ রানে তিনটি এবং প্রজ্জ্বলিকা চক্রবর্তী নয় রানে দুটি উইকেট পায়। অভিজ্ঞা বর্ধন পেয়েছে একটি উইকেট। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে আয়ুষী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এদিকে ডিএলএস মেথডে ৭১ রানের টার্গেট ধরা হলে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির গার্লস টিমকে নয় রানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

আন্তঃস্কুল গার্লস ক্রিকেট : আসাম রাইফেল টিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে বড়দোয়ালী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের মেয়েরা। যদিও লীগ পর্য্যায়ের অন্তিম ম্যাচ। তবে ফাইনালে কিন্তু এই দুই দলই পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আগামী ২৫ জুন, বুধবার বেলা এগারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে। বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের গার্লস ক্রিকেট টিম যথেষ্ট আশাবাদী, ফাইনাল ম্যাচেও তারা জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এবারের সদর ভিত্তিক আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা তাদের স্কুলেই উঠে আসবে। লীগের শেষ ম্যাচ হলেও মাঠে প্রি-ফাইনাল ম্যাচের দারুন উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সকাল সাড়ে আটটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের গার্লস টিম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নমঃ দাসের দুর্দান্ত অর্ধশতক নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিয়েছে। সায়ন্তিকা ৫০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া দলনেত্রী অস্মিতা দেবনাথের ২৩ রান ও অনুভা পাল এর ১৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। আসাম রাইফেলস স্কুলের তানিয়া ছেত্রী, দলনেত্রী সুস্মিতা বসাক ও কৃতিকা চৌধুরী প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে আসাম রাইফেল স্কুল দলের গার্লস টিম ব্যাট করতে নেমে ১৩.২ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি ঠিক হলেও খেলা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ডিএলএস মেথডে টার্গেট ধরা হয় ৮৩ রানের। অতঃপর বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর গার্লস টিমকে ৩২ রানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। আসাম রাইফেলস স্কুলের অন্তরা মুহুরী সর্বাধিক ১৫ রান পায়। বড়দোয়ালী স্কুলের অনুভা পাল ১১ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া মুনমুন বনিক ও তুলসী দাস পেয়েছে একটি করে উইকেট।

ভারতের মান বাঁচালেন বুমরাহ, ক্যাচ ফস্কানোর রোগ সারল না যশস্বীদের, প্রশ্ন উঠছে শুভমনের অধিনায়কত্ব নিয়েও

জসপ্রীত বুমরাহ না থাকলে যে কী হত সেটাই ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। তিনি ছাড়া ভারতের এই বোলিং নির্বিষ। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও মহম্মদ সিরাজ মিলে ৫ উইকেট নিলেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলো বেশির ভাগই ভাগ্যের জোরে। বড় শট মারতে গিয়ে ফিরলেন ইংরেজ ব্যাটারেরা। বোলারের কৃতিত্ব তাতে কম। কিন্তু বুমরাহ দেখিয়ে দিলেন, কেন তিনি টেস্টে বিশ্বের সেরা বোলার। যখনই বল করতে এলেন, সুযোগ তৈরি করলেন।তবে একটা বিষয়ের বদল হল না তৃতীয় দিনেও। ভারতের ফিল্ডিং। বিশেষ করে ক্যাচ ফস্কানোর রোগ। গোটা ইনিংসে ছ'টা ক্যাচ ফস্কাল ভারত। তার মধ্যে চারটেই যশস্বী জয়সওয়াল। একটা করে রবীন্দ্র জাডেজা ও ঋষভ পন্থ। তার খেসারতও দিতে হল। বেন ডাকেটের ক্যাচ দু'বার পড়ল। তিনি করলেন ৬২ রান। ওলি পোপের ক্যাচও দু'বার ছাড়লেন ভারতীয় ব্যাটারেরা। তিনি করলেন ১০৬ রান। শূন্য রানের মাথায় হ্যারি ব্রুককে আউট করেছিলেন বুমরাহ। কিন্তু নো বল করে ফেলেন তিনি। পরে আরও দু'বার তাঁর ক্যাচ পড়ে। সেই ব্রুক করলেন ৯৯ রান। অর্থাৎ, ভারতীয় ফিল্ডারেরা ক্যাচগুলো ধরতে পারলে ছবিটা অন্য রকম হত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬ রানের লিড পেয়েছে ভারত। সেটা ১০৬ রানও হতে পারত। গত পাঁচ বছরে টেস্টের এক ইনিংসে এত ক্যাচ ছাড়েনি ভারত।বেশির ভাগ ক্যাচ পড়েছে উইকেটের পিছনে। এই টেস্টে ভারতের স্লিপ ফিল্ডার বদলে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে সেখানে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা থাকতেন। পাশাপাশি অজিঙ্ক রাহানে, চেতেশ্বর পুজারাকেও দেখা যেত। সেখানে এই টেস্টে লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল, সাই সুদর্শন, যশস্বীরা দাঁড়িয়ে। রোহিত, কোহলিদের স্লিপ ফিল্ডিংয়ের অভাব বোধ হচ্ছে। দ্রুত সেই অভাব মেটাতে না পারলে পরের টেস্টগুলোতে আরও সমস্যা হবে ভারতের। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ।ইংল্যান্ডে সাধারণত পেসারেরা সুবিধা পান। কিন্তু বুমরাহ বাদে ভারতের পেসারদের দেখে তা মনে হল না। প্রসিদ্ধ ২০ ওভারে ১২৮ রান দিলেন। ওভার প্রতি ৬.৪০ রান। সিরাজ ২৭ ওভারে দিলেন ১২২ রান। ওভার প্রতি ৪.৫০ রান। দুই প্রধান পেসার এত খারাপ বল করলে বুমরাহ একা কী করবেন? চোট সারিয়ে ফেরার পর তাঁকে দিয়ে টানা বল করানো হচ্ছে না। চার ওভার বা পাঁচ ওভারের স্পেল করছেন। তার মধ্যেই উইকেট নিচ্ছেন। কিন্তু বাকিরা যদি তাঁকে সাহায্য না করেন, তা হলে বুমরাহও কিছু করতে পারবেন না। অন্য প্রান্ত থেকে দেদার রান দিলেন বাকিরা। ফলে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের উপর চাপ পড়ল না। বুমরাহ উইকেট নিলেও রানের গতি কমল না।তার মধ্যেই আরও এক বার ৫ উইকেট নিলেন বুমরাহ। কেরিয়ারে ১৪ বার এই কীর্তি তাঁর। তার মধ্যে ১২ বার বিদেশের মাটিতে। একমাত্র কপিল দেবের এই নজির রয়েছে।

তাঁর বলে চারটে ক্যাচ পড়ল। সেগুলো ধরতে পারলে অনেক আগে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যেত। তবু শেষ পর্যন্ত সেই বুমরাহই ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ করলেন। ২৪.৪ ওভারে ৮৩ রানে ৫ উইকেট নিলেন তিনি।তৃতীয় দিন ইংরেজ ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খেললেন ব্রুক। ক্যাচ মিসকাজে লাগালেন। কিন্তু ৯৯ রানের মাথায় পুল মেরে শতরান করতে গিয়ে আউট হলেন তিনি। ইংল্যান্ডের নীচের সারির ব্যাটারেরাও রান করলেন। ছোট ছোট জুটি ভারতকে সমস্যায় ফেলল। প্রথম ইনিংসে ভারতের শেষ ৭ উইকেট পড়েছিল ৪১ রানে। সেখানে শেষ ৭ উইকেটে ইংল্যান্ড করল ২৪০ রান। সেটাই সমস্যায় ফেলল ভারতকে।প্রশ্ন উঠল শুভমন গিলের অধিনায়কত্ব নিয়েও। চতুর্থ পেসার হিসাবে খেলছেন শার্দূল ঠাকুর। গোটা ইনিংসে মাত্র ৬ ওভার করলেন তিনি। শার্দূল বোলার-অলরাউন্ডার। অর্থাৎ, বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটটাও করতে পারেন তিনি। নতুন বলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শার্দূলের। প্রস্তুতি ম্যাচে উইকেট পেয়েছেন। সেখানে শার্দূলকে বলই দিলেন না শুভমন। প্রসিদ্ধ, সিরাজ উইকেট না পেলেও তাঁদের দিয়ে বল করিয়ে গেলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ বোঝা গেল না। যদি চতুর্থ পেসারকে বলই দেবেন না, তা হলে শার্দূলের বদলে নীতীশ রেড্ডিকে খেলাতে পারতেন তিনি। তা হলে অন্তত এতজন অতিরিক্ত ব্যাটার পেত ভারত। শুভমনের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন সুনীল গাওস্কর, দীনেশ কার্তিকেরাও। পরিকল্পনায় কি ভুল করে ফেললেন ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়ক?

ক্লাব বিশ্বকাপে ১০ জনের রিয়াল মাদ্রিদের জয়, ৬ গোলে জিতল ম্যান সিটি, জয় জুভেন্টাসেরও

রবিবার রাতে ক্লাব বিশ্বকাপে কোনও অঘটন ঘটেনি। তিন দেশের তিন বড় দল নিজেদের ম্যাচ জিতেছে। প্রথম ম্যাচ ড্র করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ১০ জনে খেলেও মেক্সিকোর ক্লাব পাচুয়াকে ৩-১ হারিয়েছে তারা। ইটালির ক্লাব জুভেন্টাস মরক্কোর ক্লাব ওয়াইদাদ এসিকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে। বড় জয় পেয়েছে ইংল্যান্ডের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। সৌদি আরবের ক্লাব আল আইনকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে তারা।আগের ম্যাচে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল রিয়াল। তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হত তাদের। দলের সেরা তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে পায়নি তারা। ফলে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে সামনে ভালভার্দেকে জুড়ে দিয়েছিলেন কোচ জাভি অলনসো।শুরুটা ভাল হয়নি রিয়ালের। সাত মিনিটের মাথায় পাচুয়ার সলোমন রনডনকে ফাউল করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেন রাউল আসেন্সিয়ো। ফলে প্রায় গোটা ম্যাচ ১০ জনে খেলতে হয় তাদের। তাতে জয় আটকায়নি রিয়ালের। ৩৫ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জুড বেলিংহ্যাম। প্রথমার্ধের বিরতির আগে দ্বিতীয় গোল করেন আর্দা গুলের। ৭০ মিনিটে ভালভার্দে গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করে দেন। ৮০ মিনিটে এলিয়াস মন্টিয়েল এক গোল শোধ করলেও তাতে লাভ হয়নি মেক্সিকোর ক্লাবের।গ্রুপের অপর ম্যাচে অস্ট্রিয়ার ক্লাব আরবি সালজবুর্গের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে আল হিলাল। তার ফলে গ্রুপ এইচ-এ শীর্ষে মাদ্রিদ। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট তাদের। একই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সালজবুর্গ। দুই ড্রয়ের সঙ্গে তিন নম্বরে রয়েছে আল হিলাল। তিন দলেরই সুযোগ রয়েছে নক আউটে ওঠার। তবে পাচুয়া পর পর দু'ম্যাচ হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছে।গ্রুপ জি-তে থাকা দুই বড় দল জুভেন্টাস ও ম্যান সিটির জয়ের ধারা অব্যাহত। মরক্কোর ক্লাব ওয়াইদাদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী গোলে এগোয় জুভেন্টাস। ৬ মিনিটে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেন বৌতৌয়িল। ১৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কেনান ইয়েলদিজ। ২৫ মিনিটে লর্শের গোলে খেলায় ফেরে ওয়াইদাদ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৬৯ মিনিটে ইয়েলদিজের দ্বিতীয় গোল খেলার ফয়সালা করে দেয়। সংযুক্তি সময়ে জুভেন্টাসের হয়ে চার নম্বর গোল করেন দুসান ভ্লাহোভিচ।অপর ম্যাচে আল আইনকে দাঁড়াতে দেয়নি সিটি। গত মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে ভাল খেলতে পারেনি পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপে ফর্মে তারা। ৮ মিনিটে ইংল্যান্ডের ক্লাবের হয়ে প্রথম গোল করেন ইলখাই গুন্ডোয়ান। প্রথমার্ধে আরও দুটো গোল হয়। ২৭ মিনিটে ক্লডিয়ো ইচেভেরি ও বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি থেকে আর্লিং হালান্ড গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটা গোল করেন গুন্ডোয়ান। দলের বাকি দুই গোল অস্কার বব ও রায়ান চের্কির।গ্রুপ জি-র ছবিটা এক ম্যাচ বাকি থাকতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গ্রুপের শীর্ষে জুভেন্টাস। দ্বিতীয় স্থানে সিটি। দু'দলেরই পয়েন্ট ৬। দুই ক্লাবই নক আউটে উঠেছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ঠিক হবে, কোন দল শীর্ষে থাকবে।গ্রুপের বাকি দুই ক্লাব ওয়াইদাদ ও আল আইন জোড়া হারের পর প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

মহারাষ্ট্রে ৩৮তম জাতীয় দাবায় ত্রিপুরার ৬ দাবাড়ু অংশ নেবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহারাষ্ট্রের জলগাঁও অনুষ্ঠিত হবে ৩৮ তম জাতীয় অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতা। ২-৮ অগাস্ট হবে আসর। তাতে ত্রিপুরা থেকে অংশ নেবে বালক বিভাগে অভ্রনীল দে, অন্তরীপ আচারিয়া, বালিকা বিভাগ পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস এবং নাভ্যিয়া দে। স্পেশাল এন্টি হিসেবে অংশ নিতে চলেছে আদ্রিজা সাহা এবং শিবাদ্রিতা দেবনাথ। রাজ্য দাবা সংস্থা সূত্রে খবর জানা গেছে। এদিকে রবিবার শেষ হওয়া অনুর্ধ ১৩ রাজ্য দাবার প্রতিযোগিতায় অসাবধানবশত একটি নাম প্রকাশিত হয়নি। আসরে বালিকা বিভাগে চতুর্থ স্থান দখল করে অয়ন্তিকা দেব। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে। অসাবধানবশত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ভারতীয় দলের কোচ হতে চান সৌরভ, ভারতীয় বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি কি গম্ভীরের কাজে অখুশি?

ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের উপর আস্থা রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তবে সুযোগ পেলে নিজেও দায়িত্ব নিতে চান। ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা সৌরভ আবার ফিরতে চান ভারতীয় দলের সাজঘরে।সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের কোচ হতে তিনি আগ্রহী। তিনি বলেছেন, "অবসর নেওয়ার পর কিছু দায়িত্ব পালন করেছি। সিএবির সভাপতি হয়েছি। বিসিসিআই সভাপতি হয়েছি। তখন সময় পাইনি। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। আমার বয়স এখন ৫০। আমি কোচিংয়ের জন্য প্রস্তুত। দেখা যাক কী হয়।"নিজে আগ্রহী হলেও এখনই গম্ভীরকে দায়িত্ব থেকে সরানোর পক্ষে নন সৌরভ। তিনি বলেছেন, "ও ভালই কাজ করছে। শুরুটা হয়তো দারুণ হয়নি। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারতে হয়েছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এখন ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে। এই সিরিজটা গম্ভীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।" সৌরভ আরও বলেছেন, "খুব কাছ থেকে তো দেখিনি। তবে ক্রিকেট নিয়ে গম্ভীর ভীষণ আবেগপ্রবণ। একসঙ্গে কাজ করিনি। তাই ওর কৌশল সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। একসঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মানুষ হিসাবে গম্ভীর দুর্দান্ত। আমাকে বা দলের সিনিয়রদের শ্রদ্ধা করত।" কোচ গম্ভীরকে আরও সময় দেওয়ার পক্ষে সৌরভ। তিনি বলেছেন, "গম্ভীরকে একই রকম আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে। একদম সোজাসাপ্টা। সব ব্যাপারে স্বচ্ছ। সমাজ, দল, ক্রিকেটার সব বিষয়ে কথা বলে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় খুব সোজাসাপ্টা মানুষ। ওর জন্য সব সময় আমার শুভেচ্ছা থাকবে। সকলের মতো গম্ভীরও শিখবে এবং এগিয়ে যাবে।" রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়েরা ভারতীয় দলের কোচ হয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখন ভারতীয় কোচদের উপরই আস্থা রাখে। সৌরভ আগেও ভারতীয় দলের কোচ হওয়া নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে এখনও আগ্রহী, তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক। সৌরভ এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ক্রিকেট কমিটির প্রধান। আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গেও যুক্ত তিনি।

সিনিয়র স্টেট মিট এলিটে জয় দিয়ে শুরু উদয়পুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুন শুরু উদয়পুরের। হারিয়েছে বিশালগড় মহকুমা দলকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট টুর্নামেন্ট ২০২৪-২৫। প্রথম দিনে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে উদয়পুর নয় উইকেটের ব্যবধানে বিশালগড় কে পরাজিত করেছে। আটটি মহকুমা দলের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট। চার দলীয় গ্রুপ এ থেকে প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালের পথ উদয়পুর মহাকুমা দল অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে উদয়পুর দল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে বিশালগড় মহকুমা দল ৩৫.২ ওভার খেলে ১১৯ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রাজিব হোসেনের একত্রিশ রান, জয় কিষান সাহার ৩০ রান এবং সাহিল সুলতানের ১২ রান উল্লেখ করার মতো।

উদয়পুরের বোলার কৃতিদীপ্ত দাস নয় রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া সংকর পাল, মিজানুর রহমান পোদ্দার দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

জবাবে উদয়পুর মহকুমা দল ব্যাট করতে নেমে এক ওভারে এক উইকেট হারিয়ে এক রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে কোন বিষয়ে বিশালগড় মহকুমা দল 'রিফিউজড টু প্লে' বলে জানিয়ে দিলে ম্যাচ রেফারি উদয়পুর মহকুমা দলকে নয় উইকেটে বিজয়ী ঘোষনা করে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে উদয়পুরের কৃতিদীপ্ত দাসকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়।

১০ দফা নির্দেশিকা: কোহলিদের বিজয় উৎসবের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে কঠোর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

আইপিএল জয়ের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বিজয় উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জনের। আহত হয়েছিলেন প্রায় ৫০ জন আরসিবি ভক্ত। বেঙ্গালুরুর সেই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা ক্রিকেট মহলকে। মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল উৎসব। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়া জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুর মতো দুর্ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে চায় বিসিসিআই। তাই সম্ভাব্য সব দিক মাথায় রেখে কিছু নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। যা মেনে চলতে হবে আইপিএলের দলগুলিকে। বেঙ্গালুরুর দুর্ঘটনার পর এ ধরনের অনুষ্ঠানে সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিসিসিআই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই তৈরি করা হয়েছে নির্দেশিকা। বিষয়টি চূড়ান্ত হলেই সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হবে।কী কী থাকতে পারে নির্দেশিকায়? একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০ দফা নির্দেশিকা দেওয়া হতে পারে। কী কী দেখে নেওয়া যাক।

১) ট্রফি জেতার ৩-৪ দিনের মধ্যে কোনও দল বিজয় উৎসব পালন করতে পারবে না।

২) তাড়াহুড়ো করলে এবং যথাযথ পরিকল্পনা না থাকলে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

৩) বিজয়ী দলকে বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে সরকারি ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

৪) বোর্ডের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এ রকম কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না।

৫) চার থেকে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬) অনুষ্ঠান স্থল এবং যাতায়াতের পথে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭) বিমানবন্দর থেকে অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত যাত্রা পথ-সহ দলের সব যাত্রা পথে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮) বিজয়ী দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্যও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রাখতে হবে অনুষ্ঠানের সব অংশে।

৯) জেলা পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না।

১০) আইন মেনে এবং নিরাপদে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে আগাম জানাতে হবে পরিকল্পনার কথা।বেঙ্গালুরুর দুর্ঘটনার দায় অবশ্য বিসিসিআই নেয়নি। আরসিবি কর্তৃপক্ষের আয়োজিত অনুষ্ঠান বলে দূরত্ব তৈরি করেন বোর্ড কর্তারা। অভিযোগ উঠেছিল, কর্নাটক প্রশাসন দু'দিন পর বিজয় উৎসব করার অনুরোধ করলেও রাজি হননি আরসিবি কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, গত ৩ জুন আইপিএল ফাইনালের পরের দিনই বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

আম্পায়ারের সামনে বল ছুড়ে দ্বিতীয় টেস্টেই কি নির্বাসিত হবেন পন্থ? কী বলছে আইসিসি-র বিধি

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে কি ঋষভ পন্থকে পাবে না ভারত? ভারতীয় উইকেটরক্ষক কি নির্বাসিত হবেন? হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন আম্পায়ারকে বল বদলের অনুরোধ করেছিলেন পন্থ। আম্পায়ার না শোনায় রাগে বল ছুড়ে দেন তিনি। এই ঘটনার জন্য শাস্তি পেতে পারেন পন্থ। এক ম্যাচ নির্বাসিত হতে পারেন তিনি।কী ঘটেছিল?তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক পর বল পরিবর্তনের অনুরোধ করেন ভারতের পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। তত ক্ষণে ৬১ ওভার খেলা হয়েছিল। আম্পায়ার ক্রিস গাফানি সেই অনুরোধ শোনেননি। তার কিছু ক্ষণ পরেই দেখা যায়, মাঠের অপর আম্পায়ার পল রাইফেলের কাছে গিয়েছেন পন্থ। তাঁর কাছে গিয়েও বল বদলের অনুরোধ করেন পন্থ।বলের আকার নষ্ট হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য আম্পায়ারদের কাছে একটা যন্ত্র থাকে। তাতে পরীক্ষা করে রাইফেল জানান, বলের আকার ঠিক আছে। পন্থ এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। রাগে বল ছুড়ে ফেলেন তিনি। তার পরে ফিরে যান নিজের জায়গায়। আম্পায়ার রাইফেলের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি পন্থের কাজে খুশি হননি।ক্রিকেটে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সেই সিদ্ধান্ত একমত না হলে রিভিউ নেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু সেটা আউট হওয়ার ক্ষেত্রে। বল বদলের ক্ষেত্রে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ অপরাধের সমান। রাইফেল যদি তাঁর রিপোর্টে পন্থের এই বিরক্তির কথা লেখেন তা হলে শাস্তি পেতে হতে পারে তাঁকে।কী শাস্তি পেতে পারেন পন্থ?আইসিসি-র নিয়মের ২.৮ ধারা অনুযায়ী, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখালে লেবেল ১ অথবা লেবেল ২ অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। লেবেল ১ অপরাধের ক্ষেত্রে ক্রিকেটারের ম্যাচ ফি-র শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়।

পাশাপাশি তাঁকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়। কিন্তু যদি কোনও ক্রিকেটার লেবেল ২ অপরাধে দোষী প্রমাণিত হন, তা হলে তাঁর ম্যাচ ফি-র ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁকে একটা টেস্ট অথবা দুটো এক দিনের ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হতে পারে। পন্থের বিরুদ্ধে যদি লেবেল ২ অপরাধ প্রমাণিত হয় তা হলে পরের টেস্টে নির্বাসিত হতে হবে তাঁকে। তবে সবটাই নির্ভর করছে আম্পায়ারেরা ম্যাচ রেফারির কাছে কী রিপোর্ট জমা দেন তার উপর। পন্থের মেজাজ হারানো নিয়ে এখনও আম্পায়ার, দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ড বা আইসিসি কিছু জানায়নি।

ক্লাব বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়েও জয় ইন্টার মিলানের, লড়াই করে জিততে হল বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকেও

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচে জয় পেল ইন্টার মিলান। জাপানের উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসকে ২-১ ব্যবধানে হারাল জোনিয়ালেরা। অন্য দিকে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জিতল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাব মামেলোদি সানডাউন্স এফসিকে তারা হারাল ৪-৩ গোলে।

উরাওয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা ভাল হয়নি ইন্টারের। ১১ মিনিটের মাথায় রিয়োমা ওয়াটানাবের গোলে এগিয়ে যায় জাপানে ক্লাবটি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ ১-০ অবস্থাতেই। জাপানের ক্লাবটি ৭৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল। তাদের রক্ষণ ভাঙতে পারছিলেন না ইন্টারের ফুটবলারেরা। ৭৮ মিনিটে ইন্টারের পক্ষে সমতা ফেরান লাউতারো মার্তিনেস। গোল খাওয়ার পরও হাল ছাড়েনি উরাওয়া। শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। দর্শকেরা যখন ধরে নিয়েছেন ম্যাচ ড্র হবে, সে সময় স্বস্তি ফেরে ইন্টার শিবিরে। সংযুক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে (৯০+২) ইন্টারের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন ভ্যালেন্টিন কার্বোনি।রিয়ামোর বিরুদ্ধে চাপে পড়ে গিয়েছিল ডর্টমুন্ডও। ম্যাচের ১১ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে জার্মানেরাও। গোল করেন রিয়ামোর লুকাস রিবেইরো কোস্তা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অবশ্য সমতায় ফেরে ডর্টমুন্ড। ১৬ মিনিটে গোল করেন ফেলিক্স মেচা। সমতা ফেরার সঙ্গে খেলায় দাপটও ফেরে ডর্টমুন্ডের। ৩৪ মিনিটে গুইরেসি এবং ৪৫ মিনিটে বেলিংহ্যাম গোল করে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেয় ডর্টমুন্ডকে। রিয়ামোরকে আরও চাপে ফেলে দেয় ৫৯ মিনিটে খুলিসো মুডাউয়ের আত্মঘাতী গোল। তবু সমানে সমানে লড়াইয়ের চেষ্টা করেছে তারা। ৬২ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান কমান ইকরাম রেনার্স। ৯০ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাবটির পক্ষে তৃতীয় গোল করেন লেবো মোথিবা। এক পয়েন্টের লক্ষ্যে সংযুক্ত সময় আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করে রিয়ামোর ফুটবলারেরা। কিন্তু ডর্টমুন্ডের রক্ষণ আর ভাঙতে পারেননি তাঁরা ক্লাব বিশ্বকাপের অন্য ম্যাচে আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট ১০ জনে খেলে গোল শূন্য ড্র করেছে মেক্সিকোর মন্তেরি এফসির সঙ্গে। ব্রাজিলের ফ্লুমিনেন্স এফসি ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসান এইচডি এফসিকে।

সড়ক দুর্ঘটনাগ্রস্থদের জন্য নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প চালু হচ্ছে ঃ পরিবহনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। প্রতিটি মানুষের জীবনই মূল্যবান। রাজ্যের বর্তমান সরকার এবং পরিবহণ দপ্তর এই ভাবধারা নিয়েই কাজ করে চলছে। আজ সচিবালয়ের ৩ নং কনফারেন্স হলে রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের ১৬তম বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। আজ ১৬তম রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা বৈঠকে সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচি ছাড়াও আগামীতে পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে "সড়ক দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প ২০২৫" বাস্তবায়ন নিয়েও একটি প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সতর্কতা ও জনসচেতনতা অবলম্বনের মাধ্যমেই সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি দপ্তরের উদ্যোগে ইন্টার সেপ্টর ভেহিক্যাল (লাইফ সাপোর্ট পরিষেবা), পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, হিট

অ্যান্ড রান স্কিম, গুড সামারিটন স্কিম ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, গতবছর রাজ্যে দুর্ঘটনার হার ১৩ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, ভারত সরকারের দিক নির্দেশনায় নির্দে রাজ্য সরকারও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের পাশাপাশি জীবন বাঁচাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে "সড়ক দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য নগদহীন

চিকিৎসা প্রকল্প ২০২৫" চালু করা হবে। এই প্রকল্পে দুর্ঘটনার প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে তথা গোল্ডেন আওয়ারে ব্যক্তিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর জীবন বাঁচানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়ক অনুদান।

বৈঠকে তিনি আরও বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ সহ ট্রাফিক দপ্তরের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যা আমাদের অনুসরণ করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্তকে ৫ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: সাত বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক তথা পক্স আইনের বিশেষ বিচারক গোবিন্দ দাস। সাথে ২০০০ টাকা জরিমানারও আদেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বিকেল আনুমানিক সাড়ে তিনটা থেকে চারটে নাগাদ বিলোনিয়া বড়পাথরী লক্ষীপুর এলাকায় ওই পৈশাচিক নেক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। সাত বছরের নাবালিকাটি পাশের মহেশ্বর নায়েক ভিলের বাড়িতে খেলতে গেলে সেখানে আকাশ নায়েক ভিল নাবালিকাটিকে মোবাইল দেখাবে বলে নিজের মাটির ঘরে ডেকে নেয়। সেখানেই সে তার পাশবিক লালসা মিঠায়। পরবর্তী সময়ে নাবালিকা ছোট্ট মেয়েটি বাড়িতে গিয়ে ঘটনা জানালে তার বাবা বিলোনিয়া মহিলা থানা অভিযুক্ত আকাশ নায়েক ভিলের বিরুদ্ধে মামলা করে। মহিলা থানার পুলিশ সেই সময়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪(বি) ৩৭৬(এ) এবং ৬/৮ অফ পকসো ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর এর স্বপ্না ভৌমিক ১৩ জনকে সাক্ষী করে আদালতে চার্জশিট প্রেরণ করে। আদালত এই মামলায় ১২ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে পক্সো আইনের স্পেশাল বিচারক গোবিন্দ দাস পকসো ধারায় বিবাদী আকাশ নায়েক ভিলকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা জরিমানার ঘোষণা করে। সরকারের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পক্সো আইনের স্পেশাল পিপি প্রভাত চন্দ্র দত্ত।

হাতির উপদ্রবে অতিষ্ঠ জনতা কৃষ্ণপুরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন : হাতির ক্রমাগত আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সোমবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর এলাকার জনগণ উত্তর মহারানীপুর সড়ক অবরোধ করে। দীর্ঘ প্রায় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বন্য হাতির আক্রমণে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বাসের পরেও কোনো ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না তারা।

জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বন্য দাঁতাল হাতির উৎপাত একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হাতির আক্রমণে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতিতে নিঃস্ব হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি বারবার প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছে, কিন্তু তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি।

সোমবার সকালে স্থানীয় জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং উত্তর মহারানীপুর সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের এক ডি.সি.এম এবং বনদপ্তর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয়দের দাবি, লিখিত আকারে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত তারা অবরোধ তুলবে না।

এই ঘটনার ফলে রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি আটকা পড়ে। সাধারণ মানুষজন তীব্র গরমে চরম ভোগান্তির শিকার হন। প্রশাসন বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার এবং অবরোধ তুলে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্যাটির দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং বনদপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

অম্বুবাচী উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: অম্বুবাচী উপলক্ষে আজ রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দিরে ভক্তবৃন্দের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিবার এবং সমাজের মঙ্গল কামনাতে মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছেন।

প্রসঙ্গত, অম্বুবাচী শব্দটি অম্বু এবং বাচী এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। অম্বু অর্থ জল এবং বাচী অর্থ বসন্ত। শাস্ত্রমতে অম্বুবাচী মানে নারীর শক্তি এবং তাদের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। প্রতি বছর জুন মাসে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে মা কামাখ্যার মন্দিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। দেশ বিদেশে থেকে সাধু সন্তরা আসেন। সারা দেশব্যাপী চারদিন বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তবৃন্দরা পূজার্চনা করে থাকেন। বিশেষ করে মহিলারা স্বামী, সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় পূজার্চনা করেন। আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ান বাড়িতেও ভক্তবৃন্দের ভিড় লেগে থাকে এই চার দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে চার দিন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে পুজো এবং মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন।এই পার্বণ উপলক্ষে আজ থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন দেবালয়ে শুরু হয়েছে সদবাদের সিঁদুর খেলা ধুম। এদিন রাজধানীর লক্ষীনারায়ন বাড়ী মন্দিরে মহিলাদের মধ্যে চলে সিঁদুর খেলা। পরিবার এবং সমাজের মঙ্গল কামনাতেই সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছেন তারা। পৌরানিক ইতিহাসে কথিত আছে যে অম্বুবাচীর তিনদিন কোন শুভ কাজ হয় না।কৃষকরাও এই তিন দিন জমিতে লাঙ্গল চালান না। ভূমিকে বিশ্রাম দিতেই নাকি এই পন্থা।যুগ যুগ ধরে এমনটাই চলে আসছে।

ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ক্ষোভ বিলোনিয়াবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ জুন : ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের সমস্যা নিয়ে বিলোনিয়া বিদ্যুৎ নিগম অফিসে হানা দেয় বিলোনিয়া ঈশান চন্দ্রনগর ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি গ্রামের শতাধিক পরিবার। তারা এ বিষয়ে সিনিয়র ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলে সিনিয়র ম্যানেজার পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। তাই তারা বাধ্য হয়ে ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত চক্রবর্তীকে ঘেরাও করে তাদের অভিযোগ জানাতে থাকেন।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সরকার প্রত্যেকের বিদ্যুৎ মিটার পরিবর্তন করে নতুন স্মার্ট মিটার লাগিয়েছে। আর এই স্মার্ট মিটার লাগানোর পর থেকেই শুরু হয়েছে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল আসা। এক একটি খেটে খাওয়া দিনমজুর পরিবারের বিদ্যুৎ বিল আসছে হাজার হাজার টাকা। যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন পরিবারগুলি। অর্থাৎ এক একটি পরিবারের মাসিক আয়ের থেকে বিদ্যুৎ বিল চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি উঠছে। আর তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছে মানুষ।তাঁরা জানান, আগে যেখানে অনেকেই ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল দিতেন সেখানে তা দাঁড়িয়েছে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায়। যা সামঞ্জস্যহীন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে এর সমাধান সূত্র চাইলে কিন্তু দপ্তর কোন সমাধান সূত্র বা সদুত্তর দিতে পারেনি বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। স্মার্ট মিটার পরিবর্তন বা বিরোধিতা নয় তারা এই ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের কারণ জানতে চান। তারা আরো বলেন আমরা যা বিদ্যুৎ ব্যবহার করব তার বিল দিতে রাজি কিন্তু বেশি নয়। যদি দপ্তরের কাছে তারা এর সমাধান সূত্র না পান তাহলে প্রয়োজন বোধে তারা গণস্বাক্ষর নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং রাজ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে লিখিতভাবে অভিযোগ তুলে ধরবেন বলে জানান। এখন দেখার বিষয় বিদ্যুৎ দপ্তর এই সমস্যা সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রধানের পদত্যাগের জেরে মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতে রহস্যজনক তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন: আবারও খবরের শিরোনামে তেলিয়ামুড়া আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত। গত সপ্তাহের প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে তালা ঝোলানো এবং সড়ক অবরোধের ঘটনার পর, সোমবার সকালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের মূল ফটকে দুটি তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কে বা কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।

পঞ্চায়েত কর্মীরা সকালে কার্যালয়ে এসে দেখেন, মূল গেটে তালা ঝুলছে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় পঞ্চায়েতের ইনচার্জ তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তেলিয়ামুড়া আর.ডি. ব্লকের পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার এবং তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাহিনী। পরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেনও ঘটনাস্থলে আসেন।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেনের নির্দেশে গেটের তালাগুলো ভেঙে দেওয়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, "যাঁরাই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কারণ, কোনো সরকারি অফিসে এভাবে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া একটি অপরাধমূলক কাজ।"এই ঘটনায় বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। কে বা কারা চুপিসারে পঞ্চায়েত কার্যালয় তালাবদ্ধ করল? এর উদ্দেশ্যই বা কী? গত সপ্তাহে প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা নিয়েও এলাকায় গুঞ্জন চলছে। পুলিশি তদন্তের পরেই এই রহস্যের জট খুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লক্ষ্যে অবিচল থেকে নির্ধারিত সাফল্য অর্জন করতে হবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৩ জুন: ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা কমলাসাগর মন্ডল আয়োজিত 'নব স্বপ্নের উড়ান' শীর্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। নিহাল চন্দ্র নগর আম্বেদকর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মন্ডল এলাকার অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব ছাত্র ছাত্রীদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে নির্ধারিত সাফল্য অর্জনের পথে উৎসাহিত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে কমলাসাগর মন্ডল এলাকার সমস্ত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বড়ো মাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেবরী শাখা ও খোয়াইয়ের অফিস টিলা ব্রাঞ্চকে নতুন রূপে চালু করা হয়।

উদ্ধার চুরি যাওয়া বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ জুন: চুরি যাওয়া একটি মোটরবাইক অবশেষে উদ্ধার হল নির্জন এক সেগুন বাগান থেকে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তে নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। ঘটনা সোমবার সকালে ধর্মনগর থানাধীন পশ্চিম দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দারা একটি নম্বরবিহীন বাইক পড়ে থাকতে দেখেন একটি সুনশান সেগুন বাগানে। সন্দেহ দানা বাঁধতেই তারা বিষয়টি গ্রামের প্রধান কিরণশঙ্কর দেবনাথকে জানান। প্রধানও দেরি না করে বিষয়টি ধর্মনগর থানায় অবগত করেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান থানার এসিস্টেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিকুঞ্জ দেবনাথ এবং পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। শুরু হয় তদন্ত।এর মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বাইকের প্রকৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন : সাধারণ ও পেশাদার ডিগ্রি কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি-র নির্দেশিকা অনুসারে বয়সসীমার মানদণ্ডকে বাস্তবায়ন করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিনের চিঠিতো তিনি লেখেন, বর্তমানে টি.পি.এস.সি-র মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সাধারণ ও পেশাদার ডিগ্রি কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে বয়সসীমা ৪০ বছর রয়েছে। কিন্তু ইউ.জি.সি-র নির্দেশিকা অনুসারে উপরে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বয়সসীমা নেই। তাই, ত্রিপুরার অনেক নেট/স্লেট/পিএইচ.ডি যোগ্য প্রার্থী এবং অভিজ্ঞ অতিথি প্রভাষক উক্ত পদে নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।যদিও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ইউ.জি.সি-র নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। এই বিষয়ে, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টি.পি.এস.সি-র মাধ্যমে সাধারণ ও পেশাদার ডিগ্রি কলেজগুলিতে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউ.জি.সি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী বয়সসীমার মানদণ্ডকে বাস্তবায়ন করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ জুন: ইয়াজিখাওরা ও ইরানি যাবার মধ্যবর্তী স্থানে ভয়াবহ যানদুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। তাকে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কৈলাসহর ইয়াজিখাওরা ও ইরানি যাবার মধ্যবর্তী স্থানে ঘটে যায় এক ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা। ইরানির দিক থেকে টিআর০২- ই - ১৭৩৫ নম্বরের একটি মালবাহী ম্যাজিক গাড়ি বাবুরবাজারের উদ্দেশ্যে আসছিল। দ্রুতগতিতে সেই গাড়িটি আসছিল। ইয়াজিখাওরা এলাকার বাসিন্দা মাজিদ আলী এবং ওই এলাকার বাসিন্দা সুজন আলী রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। তখনই নাকি উক্ত গাড়িটি পেছন দিকে আসে, এবং গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সেই গাড়িটি মাজীদ আলীকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফলাফল প্রকাশের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও চাকুরী প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন : অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করেন ফায়ার সার্ভিস পদে চাকুরী প্রত্যাশীরা। কিন্তু তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগাম কোন অনুমতি ছিল না। তাই পুলিশ তাঁদেরকে আটক করে পুলিশ ভ্যানে তুলে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছে। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাঁদের দাবি পূরণ করা হলে পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৯টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও বিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় দুই বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত দুই বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই, সেই বিষয়ে জানতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে প্রত্যাশীরা।

তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

বিলোনিয়ার উপকণ্ঠে দুটি বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৩ জুন: দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে বিলোনিয়া শহরের উপকণ্ঠে বিলোনিয়া থানা থেকে ঢিলছড়া দূরত্ব অর্থাৎ ১০০ মিটারের মধ্যে জাতীয় সড়কের পাশে বিলোনিয়ার দুটি স্কুলে।বিলোনিয়ার শতবর্ষ প্রাচীন স্কুল বিলোনিয়া বিকেআই বিদ্যাজ্যোতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং তার উল্টোদিকে সীমান্ত সংলগ্ন বিলোনিয়া সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে একই সাথে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে।

আজ বিদ্যালয়ে এলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায় ছুটে আসে পুলিশ। দুটি বিদ্যালয় এর মোট ৯টি রুমে তালা ভেঙে চোর ভিতরে প্রবেশ করে। এই নয়টি রুমে রাখা প্রায় ৫০ টি আলমারির তালা ও লকার ভাঙ্গে চোর। বিলোনিয়া বি কে আই স্কুল থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ কম্পিউটারের সিপিইউ হার্ডডিস্ক এবং সিসি টিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক ও মেমোরি খুলে নিয়ে যায় চোর। পাশাপাশি বিলোনিয়া গার্লস স্কুল থেকে নগদ ৩০০০ টাকা সহ প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি ট্যাব চুরি করে নিয়ে যায়। ছুটে আসে ফরেনসিক দল। চুরির নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ ও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী। এই ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের স্বর্ণবর্ষার ২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরার বিশ্বস্ত গহনা ব্র্যান্ড স্বর্ণকমল জুয়েলার্স গর্বের সঙ্গে উদ্বোধন করল তার বার্ষিক উৎসব ২৫তম স্বর্নবর্ষা যা রাজ্যের মানুষের কাছে এক বহুল পরিচিত ও প্রতীক্ষিত নাম। অফার চলবে ২৩শে জুন থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত, যেখানে থাকবে বিশেষ অফার, ঝলমলে প্রদর্শনী।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আয়োজন করেছে এক বিশেষ হীরার গহনার প্রদর্শনী সঙ্গে প্লাটিনাম গয়নার প্রদর্শনী। রয়েছে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত এম. এস. ধোনি প্লাটিনাম কালেকশন যা সংগ্রহ করা হয়েছে ডায়মন্ড ওয়ান্ড কম্পানী থেকে যা রথযাত্র মরসুমে গ্রাহকদের জন্য একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেবে।আনুষ্ঠানিক প্রেসমিট স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল চন্দ্র নাগ সংবাদ মাধ্যমকে আগত রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা বার্তা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন জয় নাগ যিনি ২০২৫ সালের ২৫তমস্বর্ণবর্ষার অফার সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানান। সোনার গহনার মেকিং চার্জে ২৫ শতাংশ ছাড় এবং হীরার গহনার মেকিং চার্জে ১০০ শতাংশ ছাড়। এই অফারে থাকছে মেগালাকি ড্রতে ২টি স্কুটি। লাকি ড্রতে ১১টি হোম এপ্লায়েনস। প্রতিটি কেনাকাটার নিশ্চিত উপহার। অফার চলাকালিন প্রতিদিন শোরুম খোলা। ব্র্যান্ড ম্যানেজার সুরজিত চক্রবর্তী গহনা নির্মানে ব্র্যান্ডের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাদের নিজস্বতা বজায় রেখে ও ত্রিপুরার মনের মত হালকা ও টেকসই গয়না ডিজাইন তৈরী করে চলেছে। এই কাজের জন্য যুক্ত সকল কারিগরের কারিগরি। কতৃপক্ষের নজরদারি খুবি গুরুত্বপর্ণ যা অতীত ও বর্তমান ত্রিপুরাবসির মন জয় করেছে ও করবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সকলকে স্বাগত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas